ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 May, 2021 ■ আগরতলা, ২০ মে, ২০২১ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

একদিনে সর্বোচ্চ ৮৭৯ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলল রাজ্যে, মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ফের রাজ্যে রেকর্ডসংখ্যক নমুনা পরীক্ষার ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সর্বকালের রেকর্ড নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একদিনে ১০,১৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৮৭৯ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার ৮.৬৩ শতাংশ। এদিকে, রাজ্যে আরও তিনজনের মৃত্যু করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৩৯৩ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫,৬০৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৩৬৩ এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮,৮২২ জনকে নিয়ে মোট ১০,১৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১৫৪ জন এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনে ৭২৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৮৭৯ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৬০৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪২,৭৭৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৬,৬৫৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.২৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮৫.৮২ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৫ শতাংশ। নতুন করে তিনজনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৫০ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রুপ গঠিত হল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে করোনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য স্তর থেকে শুরু করে গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলায় রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। রাজ্য স্তরের কমিটির পাশাপাশি জেলা স্তর, ব্লক স্তর, এডিসি-র জন্য পৃথকভাবে কমিটি, পুর নিগম, নিগমের প্রত্যেক ওয়ার্ড, নগর সংস্থা, পঞ্চায়েত স্তর এবং গ্রামস্তরে কমিটি গঠনে মুখ্যসচিব বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। প্রধানত, সংক্রমণ ছড়ানো রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণই মূল লক্ষ্য।

ওই কমিটিগুলি মূলত প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেবে। শুধু তা-ই নয়, জনগণের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে এবং করোনা-বিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়নে এবং চিকিৎসা প্রদানে কাজ করবে। বিভিন্ন স্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গ্রুপে রাজ্য স্তরের কমিটিতে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্ব মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, পূর্ব ও পশ্চিম ত্রিপুরার দুই সাংসদ, রাজ্যসভার সদস্য, মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধানসচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক এবং রাজস্ব সচিব।

জেলা ভিত্তিক কমিটিতে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, সিপাহিজলা জেলায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, গোমতি জেলায় কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, খোয়াই জেলায় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, ধলাই জেলায় খাদ্য মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, উনকোটি জেলায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কদের যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরাও ওই কমিটিতে রয়েছেন।

তেমনি, ব্লক, নগর সংস্থা, পুর নিগম, পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ স্তরের কমিটিতে স্থানীয় বিধায়ক, গ্রামপ্রধান, গ্রামসচিব, পুর কমিশনার সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিয়ে কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। কারণ, করোনা-র ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে, এমনটাই স্থির করেছে ত্রিপুরা সরকার। সে মোতাবেক ওই কমিটিগুলি সকলের সাথে সমন্বয় রেখে সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতা করবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার।

কোভিডে মৃত্যুতে ফের রেকর্ড! দেশে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ২.৬৭ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৩৪ জন। তবে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যায় ফের সর্বকালীন রেকর্ড গড়ল ভারত, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,৫২৯ জন রোগীর, এই নিয়ে দ্বিতীয় দিন ভারতে একদিনে এত সংখ্যক রোগীর মৃত্যু হল।

একইসঙ্গে মঙ্গলবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৫১ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮,৫৮,০৯,৩০২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১২৭,০৪৬। ১২৭,০৪৬ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩২.২৬-লক্ষতে (১২.৬৬ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমডিসিদের জনগণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। এডিসি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণ করছে তা জনগণের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিজেপির নবনির্বাচিত এম ডি সি-দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

পাশাপাশি প্রত্যেক এম ডি সি'কে নিজ নিজ এলাকার জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের পাশে থেকে কাজ করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে ৯ জন এম ডি সি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

মুখ্যমন্ত্রী তাদের জনজাতিদের চিরাচরিত রিসা দিয়ে সংবর্ধনা 'াপন করেন এবং মারক উপহার তুলে দেন। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এ ডি সি এলাকার সমস্ত রাস্তা পাকা করতে এবং প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয়ের আরও একটি ঘটনা ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ মে।। জন্মদাত্রী মা এবং বড় বোনের সহযোগিতায় নাবালিকার সাথে কুকর্মের চেষ্টা সমীর নাহা নামের এক যুবকের। বাড়ি থেকে পালিয়ে নাবালিকা মেয়েটি দ্বারস্থ হয় চাইল্ড লাইনের। পরবর্তীতে চাইল্ড লাইনের অভিযোগ মুলে প্রধান অভিযুক্ত সমীর নাহাকে আটক করে পুলিশ। নাবালিকার বয়ান এবং তদন্তের উপর ভিত্তি করে আজ নাবালিকার মা এবং বোনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। অভিযোগ সমীর নাহার সাথে নাবালিকার বড় বোন এবং মা'র অবৈধ সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন যাবত। পরবর্তীতে ওই নাবালিকার দিকেও কুনজর দিতে শুরু করে সমীর নাহা। অবশেষে চলতি বছরের মার্চ মাসে জন্মদাত্রী মা এবং বড় বোনের সহযোগিতায় সমীর নাহা ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েটির উপর তার পাশবিক লালসা চরিথার্ত করার চেষ্টা করে। জানা যায় নাবালিকা মেয়েটি বাড়ি থেকে পলিয়ে চাইল্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে বিলোনীয়ায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আত্মপাড়ায় রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ট্রেনে কাটার পড়ে আরোএকজনের মৃত্যু হয়েছে।মৃত ব্যক্তির মংকুচাই মগ। বয়স আনুমানিক ৫৬ বছর। বুধবার সকালে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমার পশ্চিম কালাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আত্মপাড়া এলাকায় রেল ব্রিজ সংলগ্ন রেললাইন থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। সন্দেহ করা হচ্ছে গতকাল রাতে এই লোকটি রেলে কাটা পড়ে মারা গিয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজে ককবরক বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ককবরক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং এই ভাষার উন্নয়নে ত্রিপুরায় ২২টি ডিগ্রি কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের সিদ্ধান্তে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে তাঁদের নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, টেট-উত্তীর্ণ ৪৮৭ জন স্নাতক শিক্ষক এবং ১৯৮ জন অস্নাতক শিক্ষকদের পোস্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এককালীন ছাড় পেয়ে স্নাতক ও অস্নাতক ৫৪৩ জনের পোস্টিং তৈরি হয়ে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিএড কিংবা ডিএল.এড সার্টিফিকেট নেই এমন শিক্ষকদের পোস্টিং দেওয়ার ক্ষেত্রে

এককালীন ছাড় নিয়ে শিক্ষক নিয়োগে পোস্টিংয়ের জন্য এনসিটিই-র কাছে অনুমতি চেয়েছে রাজ্য

এনসিটিই-র অনুমতি চেয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের পোস্টিং দেওয়া হবে।

আজ বুধবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত মন্ত্রিসভায় ২২ জন ককবরক বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীন রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজে একজন করে ককবরক সহকারী অধ্যাপক দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ডিগ্রি কলেজগুলিতে ককবরক বিষয়ে পড়াশুনা করছেন এমন ৭,৫০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। এখন গেস্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকারজলায় নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে বিক্ষোভের মুখে রাজস্বমন্ত্রী এন সি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। নিজ নির্বাচনী কেন্দ্র টাকারজলায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। তাঁর অভিযোগ, ব্লকে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বৈঠকের সময় তিপ্রা মথা-র কর্মী-রা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিক্ষোভ দেখান। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পুলিশের হস্তক্ষেপে তিনি নিরাপদে বাড়ি ফিরেছেন।

বুধবার দুপুরে টাকারজলা বিধানসভার জম্পুইজলা ব্লক প্রাঙ্গণে ওই ঘটনা ঘটেছে। বুখুরুই কমিউনিটি হলে ভিলেজ কমিটির জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ঠিক করার উদ্দেশ্যেই ছিল ওই বৈঠক। যথারীতি এদিন দুপুর ১২টায় বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শুরুর কিছুক্ষণ পরেই তিপ্রা মথা-র ৫০ থেকে ৬০ জন সমর্থক কালো পতাকা হাতে নিয়ে কমিউনিটি হলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। গো ব্যাক স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান জম্পুইজলা মহকুমা পুলিশ প্রধান হিমাদ্রি দাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের সামনেই কমিউনিটি হলকে লক্ষ্য করে ইট পাথর ছুড়তে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ আধিকারিকরা মন্ত্রী-এনসি দেববর্মাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্যদের ফেলে যেতে চাইছিলেন না এন সি দেববর্মা। তিনি পুলিশ-কে সাফ জানান, প্রত্যেক-কে নিরাপদে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হলে তবেই তিনি এখান থেকে যাবেন। যথারীতি পুলিশ সকল-কে নিরাপদে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেন। পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনভর জম্পুইজলা মহকুমায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করেছে। ওই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। তাঁর সাফ কথা, তিপ্রা মথা এডিসি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকে রাজ্যে অরাজকতা কায়েম করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকদের নিয়ে খোলা হয়েছে কোভিড ওয়ার রুম। বুধবার তোলা ছবি নিজস্ব।

ইনস্পেক্টর পদে পদোন্নতি রাজ্য পুলিশের ১৭১জন সাবইনস্পেক্টরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্য পুলিশের ১৭১ জন সাবইনস্পেক্টরকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ইনস্পেক্টর পদে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে ২৪ জন মহিলা সাবইনস্পেক্টর (আনআর্মড), ১ জন মহিলা সাবইনস্পেক্টর (আর্মড), ১১৩জন পুরুষ সাবইনস্পেক্টর (আনআর্মড) এবং ৩৩ জন পুরুষ সাবইনস্পেক্টর (আর্মড) রয়েছেন।

সাব্রুম আইসিপির জন্য উচ্ছেদ হওয়া জমির মালিকরা ক্ষোভে ফুঁসছেন টাকা না পাওয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৯ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই অধিগৃহীত জমির ১৪৪ টি পরিবার এখনো পর্যন্ত নির্ধারিত মূল্যের টাকা পায়নি। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছে পরিবারগুলি। সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি এখনো ক্ষতিপূরণের টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন।

২০১৮ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পরপরই সাবরুম এর ফেনী নদীতে নির্মিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুকে কেন্দ্র করে ৪৯.০৯২ একর জায়গা জুড়ে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টকে কেন্দ্র করে দক্ষিণের প্রান্তিক মহকুমা সাব্রুমের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে আশাবাদী ছিলেন মহাকুমাবাসী। এই ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট এর জন্য ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু সংলগ্ন এলাকাকে চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয়। তার জন্য মোট ১৪৪ পরিবারের মোট ৪৯.০৯২ একর জায়গা চিহ্নিত করা হয় এবং তার জন্য গেজেট নোটিফিকেশনও করা হয়। সাবরুম ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারের ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে কৃষক সহায়ক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১৯ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারের মূল্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পৌরোহিত্য করেছেন। সারের মূল্যের বিষয়ে বৈঠকে তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ফসফরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে সারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও কৃষকরা যাতে পুরনো হারেই সার কিনতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কারণে ডিএপি সারের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ব্যাগপিছু ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১,২০০ টাকা করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১৪০ শতাংশ ভর্তুকি বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডিএপি-র মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরনো দামেই, অর্থাৎ, ১,২০০ টাকায় সার বিক্রি করা হবে। কেন্দ্র মূল্যবৃদ্ধির অতিরিক্ত বোঝা বহন করবে। ব্যাগপিছু ভর্তুকির পরিমাণ এর আগে একবারে এত বাড়ানো কখনই হয়নি।

গত বছর ব্যাগপিছু ডিএপি-র আসল দাম ছিল ১,৭০০ টাকা। কেন্দ্র ৫০০ টাকা ব্যাগপিছু ভর্তুকি দিত। ফলে, কোম্পানিগুলি কৃষকদের কাছে প্রতি ব্যাগ সারের দাম ১,২০০ টাকা করে ধার্য করেছিল।

সম্প্রতি ফসফরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ৬০-৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ডিএপি ব্যাগের আসল দাম ২,৪০০ টাকায় পৌঁছেছে। সার কোম্পানিগুলি ৫০০ টাকা ভর্তুকি পাওয়ার পর কৃষকদের কাছে তা ১,৯০০ টাকায় বিক্রি করছিল। আজকের সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকরা এক ব্যাগ ডিএপি ১,২০০ টাকা দিয়েই কিনবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকদের কল্যাণে তাঁর সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। মূল্যবৃদ্ধি আঁ চ যাতে কৃষকদের গায়ে না পড়ে তার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কেন্দ্র প্রতি বছর রাসায়নিক সারের জন্য ৮০ হাজার কোটি টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২১৬ ◘ ২০ মে ২০২১ ইং ◘ ৫ জৈষ্ঠ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

লকডাউন ও সমাধান

বহু দিন পরে আমরা 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' পাইয়াছি। দৈনিক করোনা আক্রান্তের ডেটা কয়েক সপ্তাহ আগে ৪ লাখ পার হইয়া গিয়াছিল, এখন প্রায় একলাখ কমিলেও তালিকার শীর্ষে আমরাই আছি। মৃত্যু সংখ্যা ২.৫ লাখ ছাড়াইয়াছে।এখন গোটা দেশে কাশ্মীর থেকে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অনেকগুলো রাজ্যে আছড়াইয়া পড়িয়াছে লকডাউনের জলধিতরঙ্গ। গত বছর চারঘন্টার নোটিসে গোটা দেশে লকডাউনের ঘোষণা করিয়াছিলেন দেশের প্রধানসেবক স্বয়ং। এইবার দায়িত্বটা চাপাইয়াছেন মুখ্যমন্ত্রীদের ঘাড়ে।তখন উনি বলিয়াছিলেন মহাভারতে ১৮ দিনের ধর্মযুদ্ধে কৌরব সেনা ধ্বংস হইল, অধর্মের পরাজয় হইল। তোমরা আমাকে ২১টা দিন দাও, দেখ আমি কেমনে করোনাকে ধ্বংস করি।

লোকে বিশ্বাস করিল, শাঁখ ফুঁকে থালা বাজাইয়া নিষ্প্রদীপ করিয়া ধর্মযুদ্ধ শুরু হইল, ২১ দিন নব্বই দিনে গড়াইল, কিন্তু আজও করোনা হারেনি।মনে হইতেছে এই লড়াই চলিতেছে, চলিবে। অতএব ভাবা দরকা করোনা মহামারীর সংক্রমণ ঠেকাইতে লকডাউন কোন স্থায়ী বা লাভজনক পদক্ষেপ কিনা। লকডাউন কাহার জন্যে?

প্রশ্ন ওঠে -লকডাউন কাহার জন্যে? কেন, সবার জন্যে। সবার প্রাণ বাঁচিবে। তাই কি? বায়ুবাহিত সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচিতে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকার নিদান। কিন্তু যার ঘর নাই? আমি ফুটপাথবাসীদের কথা বলছিনা।আমি বলছি তাদের কথা যাহারা ভাড়া বাড়িতে মাথা গুঁজিয়া থাকে। যাহারা ভিনরাজ্যে থেকে বা গ্রাম থেকে রুটি রুজির খোঁজে রাজ্যে আসিয়াছে। বলছি এই জন্যে যে ভারতের শ্রমশক্তির ৯০ হইল ইনফর্মাল লেবার বা অনিয়মিত শ্রমিক।তাহারা কোথায় যাইবে? যাইবে কেন? গতবছরের অভিজ্ঞতার জমাখরচ সবার আগে বলা দরকার যে লকডাউন হইলেও হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, কেমিস্ট এবং অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের প্রাণ হাতে করিয়াও ঘর থেকে বেরোতে হইবে। এর পর পুলিশ ও ব্যাংক কর্মচারিদের নম্বর। কিন্তু অন্যেরা? গত মার্চের লকডাউনে কাজ হারাইয়াছে বিভিন্ন মতে প্রায় ৫০ থেকে ১২০ মিলিয়ন লোক। তাহাদের উপর নির্ভরশীল পরিবার দ্রুত গরীবি রেখার নীচে নামিয়া যাইতেছে।

আমরা সবাই জানি যে গতবারের লকডাউনের ফলে মার খাইয়াছে গোটা অর্থব্যবস্থা।মার খাইয়াছে ছোট ছোট দোকান, ছোট কারখানা, পরিষেবার ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো।লকডাউন শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে মার খাইয়াছে খেলাধূলো, বিনোদন শিল্প এবং ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ব্যবসায়।

তাহাদের সঙ্গে যুক্ত যে শ্রমিকেরা তাহাদের বেশিরভাগ অনিয়মিত রোজগারের, দৈনিক মজুরিতে অলিখিত মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন। তাঁহারা অনেকেই মাইনে পান সপ্তাহান্তে বা মাসের শেষে। লকডাউনের ফলে উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা এবং পরিষেবার গ্রাহক ঘর থেকে না বাহির হইলে মালিকের আমদানি কমিবে। ফলে তাহাদের সোজা সমাধান হইল এই অনিয়মিত শ্রমিকদের আংশিক পারিশ্রমিক দেওয়া বা কিছুই না দেওয়া, খালি আশ্বাসন দেয়া যে সব কিছু আগেরমত হয়ে গেলে তাহাদের আবার কাজে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে এবং তখন বকেয়া মজুরি চুকিয়া দেওয়া হইবে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন তলানীতে ঠকিবে, ঠিক তেমনি গরিব মেহনতী শ্রমিক অংশের মানুষের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিবে। সরকারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখেনা।

অতিমারিকালে ভ্যাকসিন ও অক্সিজেন নিয়ে কালোবাজারি বন্ধ হোক

নরেন্দ্রনাথ কুলে

করোনা টিকা পাওয়া নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে অশান্তি চূড়ান্ত। বয়স্ক মানুষজনকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকার অপ্রতুলতারজন্য ফিরে যেতে হচ্ছে। কোথাও লাইনে স্বাস্থ্যবিধি মানা সম্ভব হচ্ছে না। চবুও নিরাশ হতে হচ্ছে। টিকা নেই বলে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিতে হচ্ছে। একন বেসরকারিবাবে টিকা দেওয়া বন্ধ। প্রয়োজনীয় ডোজ করে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। এক সপ্তাহ ধরে রাজ্য সরকার চিঠির পর চিঠি দিয়ে কেন্দ্রেকে জানাচ্ছে। এছাড়া রাজ্য সরকারেল করার কিছু নেই। টিকার এই অপ্রতুলজোগানের দায় অবশ্যই কেন্দ্রের এণজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিষেজ্ঞরা আগাম পরিকল্পনা করতে পারলেন না কেন? তাঁরা যদি পরিকল্পনা করেও থাকে পেশাদারি রাজনীতিবিদদের বোঝাতে কি ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরামর্শদাতারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আগাম সংকেত দিতে পেরেছিলকিনা। যদিও বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগাম বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কাউকে যে গ্রাহ্য করেনি এটাই প্রমাণ করে। আসলে আমরা সকলেই বিশ্বের করোনা আক্রমণের প্রথম চেহারায় ভারতবাসীর হার্ড ইমিউনিট নিয়ে গর্ব করতে কেউ পিছপা হয়নি। যে দেশে সবার জন্য কাজ নেই। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত চুরানব্বই স্থানে, সেখানে আমরা হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে এমন গর্ব করলাম যাতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এলেও সেভাবে ক্ষতি করতে পারবে না বলে নিশ্চত। বর্তমানে এই গর্বিত হওয়ার ঘটনা আসল সমস্যাকে যে চাপা দিয়েছে সেটাই প্রমাণ করল। আর বর্তমানে টিকার অপ্রতুলতার জন্য সরকারের পরিকল্পনা যে দায়ী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপ, আমেরিকা যখন ও দেশের বায়েটেক ও মডার্ণনা এবং সিরাম ইন্সটির্টিউটের সাথে গত বছর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে টিকার জল চুক্তি ও লগ্নি করথে তখন আমরা লকডাউনে বসে আছি।

হায়দ্রকবাদের ড. রেড্ডি রাশিয়ার সাথে যৌথ উদ্যোগে টিকা নিয়ে কাজ করলেন। সেখানে এই সব সংস্থার সাথে ভারতের টিকা প্যায়ার ব্যাপারে কোনও চুক্তি হল না। অথচ একই টিকা বিভিন্ন দামে টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারতে বিক্রি করার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই পরিকল্পনা পিছনে দূরদর্শিতা না অদূরদর্শিতা কাজ করেছে তা বিশেষজ্ঞরা বলবেন। তবে অন্য দেশের সরকার টিকা পাওয়ার ব্যাপারে যখন পাকাপাকি ব্যবস্থা করছে তখন আমরা রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন চেহারা তাই বলছে। অথচ এই ঢেউ যে আসাবে তার সতর্কবার্তা ছিল। কিন্তু সেভাবে সতর্ক হয়নি। কেউই। তাই মানুষ যেন আজ নেই রাজ্যের বাসিন্দা। হাসপাতালে শয্যা নেই। বাঁচারজন্যে অক্সিজেন নেই। এমনকি মৃত্যুর পরে শ্মশানেও ঠাঁই নেই। এ সবকিছুই সব উন্নয়কেই প্রশ্ন তুলে ধরে। কিন্তু সে প্রশ্নের ধার ধারে কে। অতিমারির ঢেউ মানুষই ত ডেকে এনেছে তাই তারদাম মানুষকেই নিতে হবে। এ কথার প্রচ্ছন্ন ছায়া যে নেই তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবিধি মানুষ না মানলে মানুষের দায় বাঁচাতে হবে নিজের দায়িত্বে, না প্রশাসন বা সরকার দায়িত্ব নেবে। এ ত লখা টাকার প্রশ্ন। করোনা মোকাবিলায় ভারতের পদক্ষেপ প্রশংসনীয় বলে অনেক প্রচার হয়েছে। নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে তার প্রচার মানুষকে সাহস জুগিয়েছে। সেই সাহসিকতার বলি মানুষকেই হতে হচ্ছে। তা হয়ত মানুষ আজ বুঝতে পারছে কিনা তা বলা যায় না। মানুষ যত কম বুঝতে পারে ততই ভালো। কিন্তু বালো কার। সত্যজিত রায়ের'হীরক রাজার দেশে' ছায়াছবিতে একটা কথা তা পরিষ্কার। ছবিতে হীরক রাজা বলেছে' এরা যত বেশি জানে, তত কম মানে, তাই মানুষ কম জানলে তাঁদের সামনে রাজার আত্মম্ভরিতা বাড়ে। আমাদের দেশের রাজার আত্মম্ভরিতা দেশের মানুষ বুঝতে পারুক আরনাই পারুক, ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান' তা বলেছে। এই পত্রিকা বলেছে, ভারতের কোভিদ বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী আত্মম্ভরিতা। ভারতের বিরুদ্ধে এই ব্রিটিশ পত্রিকার অপপ্রচার নিয়ে যুক্তি পাল্টাযুক্তি হতে পারে। কিন্তু বিশ্বে করোনা সুনামির সুচকে এখন আমরা যে শীর্ষে উঠতে চলেছি তা অস্বীকারকরা যায় না। এই আত্মম্ভরিতায় শ্মশানে শবদেহের লাইন, কবরস্থান অকুলান হয়ে পড়ছে। মর্গে জায়গা নেই। শরদেহের মাঝেই রোগী পড়ে আছে। হাসপাতালে বেড নেই। অক্সিজেন নেই। এই যখন পরিস্থিতি তখন কেন্দ্রীয় সরকার নগদ দু'লক্ষ টাকারবেশ বেসরকারি হাসাপাল ও নার্সিংহোমের পেমেন্টে ছাড় দেওয়ারকথা বলেছেন। এই ছাড় দিলে উন্নত পরিষেবার নিশ্চয়তা পাবে কি? তা নিশ্চিত নয়। কারণ করোনা চিকিৎসা পরিষেবা যখন প্রয়োজনের তুলনায় খেনও অপ্রতুল সেখানে এই নগদ ছাড়ের গোষণা হয়ত এটা শ্রেণিকে আশ্বস্ত করতে পারে যে বেসরকারি জায়গায় গেলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাব হবে না। স্তু কেন্দ্রীয় সরকার কাউকে যে গ্রাহ্য করেনি এটাই প্রমাণ করে। আসলে আমরা সকলেই বিশ্বের করোনা আক্রমণের প্রথম চেহারায় ভারতবাসীর হার্ড ইমিউনিট নিয়ে গর্ব করতে কেউ পিছপা হয়নি। যে দেশে সবার জন্য কাজ নেই। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত চুরানব্বই স্থানে, সেখানে আমরা হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে এমন গর্ব করলাম যাতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এলেও সেভাবে ক্ষতি করতে পারবে না বলে নিশ্চত। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? সর্বত্র করোনার জন্য চিকিৎসা পরিষেবারযে হাহাজার তা হল প্রকৃত চিত্র। এখন রোগীর হাসপাতালে বেড পাওয়া তেকে সকল পরিষেবা নিশ্চিত করাটাই সরপকারের কাজ। মহামান্য আদালতের কথায় বর্তমান পরিস্থিতি হল একপ্রতার জাতীয় বিপর্যয়। তাহলে এই বিপর্যয়ে দেশশুদ্ধ চিকিৎসা পরিষেবার সমস্তটাই (সেরকারি ও বেসরকারি) সরকারি নিয়ন্ত্রণে কেন করা হবে না। শুধু বিজ্ঞপ্তি জারি করে আর চিঠি চালাচালিকরে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ওষুধ অক্সিজেনের কালোবাজারির খবর তাই প্রমাণ করে। এই মুহূর্তে কেন্দ্র ও রাজ্যের মানবিক সমন্বয়ে মানুষকে সকল সুবিধাসহ সঠিক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তবেই মৃত্যু মিছিল কমতে পারে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা-আক্রান্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সংক্রমিত তাঁর স্ত্রীও

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। করোনা সংক্রমিত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যও। সূত্রের খবর, শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মীরা ভট্টাচার্যকে। বাড়িতে চিকিৎসাধীন বুদ্ধদেববাবু। খবর পাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন মহল তাঁদের সুস্থতা কামনা করছে। কয়েকমাস আগে শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন তিনি। সেই সময়ও তাঁর করোনা পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সেই সময়ে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেই সময় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। সূত্রের খবর, তাঁর অক্সিজেনের মাত্রা ওঠানামা করছে। বেশ কিছুদিন ধরেই বুদ্ধদেব এবং তাঁর স্ত্রীর কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। প্রথমে করোনা সংক্রমিত হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শরীরেও করোনার বেশ কিছু উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। এর পরেই তাঁকে করোনা পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। করোনার রিপোর্ট পজেটিভ আসে তাঁরও। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বুদ্ধদেব।

জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপর কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা ঠিক করবেন চিকিৎসকরাই। দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা রয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। কাজেই তাঁর সংক্রমণ চিন্তা বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের। প্রসঙ্গত, বহুদিন ধরেই অসুস্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। চিকিৎসাও চলছিল তাঁর। ব্রিগেডে দেখা যায়নি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। এমনকি শারীরিক কারণে এ বছর ভোটও দিতে পারেননি তিনি। বাইরে বেরনোর অনুমতি পাননি চিকিৎসকদের থেকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : বুধবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। টুইটে তিনি লিখেছেন, ''বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মহান লেখক ও ঔপন্যাসিককে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্বল্প আয়ুতে তাঁর লেখা ৩৬ টি উপন্যাস এবং ২৫০ টি ছোট গল্প পাঠকদের প্রভাবিত করেছে।''লেখক সমীরণ দাস ফেসবুকে লিখেছেন ''অন্যের চোখের জল চেটেপুটে খেয়ে মস্তি করে যে দেশের মানুষ , সেই দেশে জন্ম নিয়েছিলেন একটি মানিক। তিনি কালো ছিলেন , বোকাও ছিলেন। তিনি মন খুঁজতে খুঁজতে প্রবহমাণ যন্ত্রণার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন , শরীর ! শরীর ! তোমার মন নাই কুসুম ? তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি দ্বীপের , একটি নতুন পৃথিবীর। মানুষ মূর্খ-উচ্ছাসে তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। একজন লেখকের মতো বাঁচার সুযোগ দেয়নি। মৃগীরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মদের নেশায় নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিতে দিতে বার বার হয়ত ভেবেছেন, বোকা! আমি সত্যিই বোকা। নাহলে প্রেসিডেন্সি কলেজের পাঠ ছেড়ে কেউ লেখক হতে চায় ? তবুও হতাশায় , অপমানে , ঘৃণায় ডুবে গিয়েও কখনো পালিয়ে যাননি ময়দান ছেড়ে। একমুঠো মুড়ি খেয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পিঠে বেঁধে নিয়েছেন অক্ষয় তুনীর। বুধবার ১৯শে মে সেই মহান যোদ্ধা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এই ব্রাত্য লেখকের প্রণাম।''

মানুষ মানুষের জন্য

অশোক সেনগুপ্ত

শ্রীতমা রায়চৌধুরী, শ্রীলেখা মিত্র, প্রহেলি ধরচৌধুরী। পেশায় যথাক্রমে গ্রাফিক ডিজাইনার, অভিনেত্রী আর সরকারি চাকুরে। কিন্তু করোনাকালে মন্ত্র একটাই মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

কেবল এঁরাই নন, নানা বয়সের অনেকে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করছেন দুর্গত, অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর। এগিয়ে আসছেন সেলেবদের কেউ কেউ। অপরিচিত হলেও আটকে থাকছে না চেষ্টা। বেছে নিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমকে। শ্রীতমা ক'দিন আগে ফেসবুকে লিখেছেন, 'পীহেল্প, কেউ কি আছেন কাল একটা রিপোর্ট জেমস লং সরণি থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি পৌঁছে দিতে পারবেন কাল? বাড়িতে সবাই অসুস্থ এবং বয়স্ক। খুব দরকার।'' ১৩টা জবাব এসেছে। তার মধ্যে কয়েকজন জানিয়েছেন সহযোগিতায় প্রস্তুত।

অপর পোষ্টে শ্রীতমা লিখেছেন, ''পুরুলিয়ার একজন ডিওয়াইএফ লিডার কল করেছিলেন আমায়। পুরুলিয়ার অবস্থার যা বিবরণ দিলেন শুনে গা শিউরে উঠবে। এখানে বসে আমরা দিন রাত জেগে অক্সিজেন খুঁজে দিচ্ছি যেভাবে হোক, কিন্তু একটা অঞ্চলের প্রায় আড়াইশো গ্রামের দেড়লাখ মানুষের জন্য একটাও সিলিন্ডার নেই ভাবতে পারেন! ওইখানের অক্সিজেনের ওপর অধিকার কেবলমাত্র ভি আই পি দের। কারোর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে ছুটতে হচ্ছে এতটাই দূর যে যেতে যেতেই অধিকাংশ মানুষের লড়াই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর রাতে তো যাওয়ার প্রশ্ন-ই নেই।

পুরুলিয়ার মানুষদের একান্ত অনুরোধ, যদি আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই। এখান থেকে অন্তত দুটো সিলিন্ডার-এর ব্যবস্থা যদি আমরা করে পাঠাতে পারি। কিন্তু দেড়লাখ মানুষের জন্য দুটো সিলিন্ডার কোনোভাবেই যথেষ্ট না। অন্তত ৫টির ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করবো। শ্রীলেখা মিত্র দিদি একটু দেখুন। একটু সাহায্য করুন, যাতে ওই মানুষ গুলো অন্তত দমবন্ধ হয়ে না মারা যায়।'' এর পর শ্রীতমা আপডেট দিয়েছেন, ''চারটে সিলিন্ডারের ব্যবস্থা হয়েছে একমাসের জন্য স্বস্তিকা ম্যামের সূত্রে আরো কিছু পেলে ভালো হয়।''

ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী তথা সাংবাদিক রোশনি কুহু চৌধুরী লিখছেন, ''ও পজিটিভ প্লাজমা ডোনার চেনা থাকলে প্লিজ প্লিজ আমায় জানান। জরুরি, আমাকে নম্বর দিন বা সন্ধান দিন, জানিয়ে রাখুন। কলকাতা বা কাছাকাছি এলাকা হলে ভাল। নদিয়ার একজনকে ৮ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে পাশে থাকতে পারিনি। প্লিজ হেল্প।'' সমাধানের পর সেই পোষ্টে লিখে দিচ্ছেন 'সর্টেড ফরএভার'। আবার কখনও লিখছেন, ''যাঁরা সেকেন্ড ডোজ কোভিশিল্ড চান এই পোস্ট দেখুন। ভেরিফায়েড।'' কখনও ''শিলিগুড়িতে রেমদিসিভির চাই। খুব জরুরি।'' কখনও আগ্রহীদের খবর দিচ্ছেন, ''অ্যাপোলো হাসপাতালে ফার্স ডোজ কোভিশিল্ড স্লট ফাঁকা আছে বেশ কিছু। দ্রুত বুক করতে পারলে ফার্স ডোজ মিলবে।''

মুম্বইয়ে আক্রান্তদের সাহায্যে নয়া উদ্যোগ নিয়েছেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগানের ব্যবস্থা করতে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ থেকে অক্সিজেন প্ল্যান্ট আনছেন তিনি। ছোট পরিসরে সক্রিয় কলকাতার সেলেবদের অনেকে। র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবার ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় ফের একবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। র যুদ্ধে তিনি এবার শহরের একাধিক হাসপাতালে ৫০টি কনসেনট্রেটর দান করছেন। দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেটে অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত ও বিধায়ক দেবাশিস কুমারের উদ্যোগে আক্রান্তদের জন্য তৈরি হয়েছে সেফ হোম। পোস্ট করার পর ২১ ঘন্টায় ১৪ লক্ষ দর্শক, ৬০ হাজার লাইক, দেড় হাজার মন্তব্য, ৫ হাজার ৪০০ শেয়ার হয়েছে এটির। ইউকে ইন্সটিট্যুট অফ হেরিটেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজির এমডি ডঃ মনোজ কুমার প্রধান প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, ''খুব ভালো উদ্যোগ। অনেক অনেক ভালোবাসা যীশু সেনগুপ্ত ও উনার সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন। যাদের এমন সামর্থ ও সদিচ্ছা আছে তারা প্রত্যেকে কিছু কিছু যদি এমন সেফ হোম ও সঙ্গে অক্সিজেন এর ব্যবস্থা করেন তবে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হয়। প্রত্যেক বিধায়ক ও সাংসদ তাদের উদ্যোগে যদি প্রতিটি জায়গায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয় তা হলে অনেক মানুষ প্রাণে বেঁচে যাবে। শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা যীশুর উদ্যোগের।''

বাংলা চ্যানেলে রিয়্যালিটি শো-তে রেকর্ড করা সুদীপা চট্টোপাধ্যায় মন খারাপ করা পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, ''লিখেছেন, সারাদিন ধরে খালি অ্যাম্ফুলেন্সের সাইরেনবুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে..

আকাশ কালো করে বৃষ্টিতে-রোমান্স নেই..মাটিতে মিষ্টি সোঁদা গন্ধ নেই.. তবে কী-আকাশ আজ কাঁদছে?''

উদ্যোগী হয়ে সুদীপা সঙ্কটাপন্ন অভিজ্ঞ অভিনেতা- শঙ্কর ঘোষালকে কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। এর আগে ফেসবুকে সুদীপা লেখেন, ''আমি ব্যাক্তিগতভাবে ওনার সাথে কাজ করে বুঝেছি- ১) উনি বেশ ভালো অভিনেতা, ২) প্রোডাকশন ফ্রেন্ডলি,৩) উত্তমকুমারের সাথেও কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেওয়া ছাড়া, আর কোনো রাস্তা দেখতে পাননি- এ আমাদের সমষ্টিগত লজ্জা।

আমার ব্যাক্তিগত বিনীত আবেদন- সমস্ত চ্যানেলের সবার কাছে - ওনাকে একটিবার, কোনো চরিত্রে সুযোগ দেওয়া হোক। ওনার মতো অভিনেতার সংসার চালানোর জন্য, ওষুধপত্র কেনার জন্য- ভিক্ষাবৃত্তি,ওনার নয়, আমাদের লজ্জার।আশা করি, আমার এ আবেদনে সাড়া মিলবে।'' শেষ পর্যন্তরএকটা ব্যবস্থা হয়েছে শঙ্করবাবুর।

দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা বইপোকা-লেখিকা প্রহেলি ধরচৌধুরী বাঘাযতীনের এক অসুস্থের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার চেয়ে নজর কাড়ার চেষ্টা করেছেন নেটা-নাগরিকদের। সফলও হয়েছেন।

সিপিএম কর্মীদের পরিচালিত রেড ভলান্টিয়ার্সের স্বেচ্ছাসেবীরা জেলায় জেলায় সামাজিক মাধ্যমে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন দুর্গতদের কাছে। তাঁদের হয়ে রীতিমত সক্রিয় অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডিজি তথা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন অধিকর্তা দীপঙ্কর সিংহ ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ''বাগুইআটিতে বয়স্ক জ্বরে আক্রান্ত মানুষের আরটিপিসিআর পরীক্ষা করার জন্য হোম কালেক্টরের যোগাযোগ নাম্বার তাড়াতাড়ি দরকার।''

সাংবাদিক ইন্দ্রনীল লিখেছেন, ''অপচয় নয়; আসুন আমরা পড়ে থাকা অব্যবহৃত ওষুধ অপরের সাথে ভাগ করে নিই। আজকের এই অতিমারির সময় আমরা কোভিডের চিকিৎসার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধের জোগানে সংকটের কথা শুনতে শুরু করেছি। বহু রোগী/তাদের পরিবার পরিজন/ স্বেচ্ছাসেবকরা ঔষুধের খোঁজের দোকানে দোকানে ঘুরছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ঔষধ কোথাও পাওয়া গেলেও তার দাম বহু পরিবারেরই সামর্থ্যের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্নজনের কাছে থাকা অতিরিক্ত অব্যবহৃত ঔষুধ গুলিকে সংগ্রহ করে যাতে অন্য রোগীদের কাজে লাগানো যায় তার জন্য লেফট ওভার মেডিসিন কালেকশন ক্যাম্পেন' নামে এক উদ্যোগ নিয়েছি। এই উদ্যোগকে সফল করতে আমরা আমাদের সহ নাগরিকদের কাছে সহযোগিতা চাইছি। ১) কোভিড / নন কোভিড অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ আমরা সংগ্রহ করব। ২) মেয়াদ পেরিয়ে যায়নি এমন ওষুধই নেওয়া হবে। ৩) ওষুধের গায়ে ব্যাচ নম্বর/ তৈরি ও মেয়াদের তারিখ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এমন ওষুধই নেওয়া হবে। ৪) ওষুধগুলির পাতা স্যানিটাইজ করা হতে হবে। ৫) এই উদ্যোগ কারোর থেকে ওষুধ কিনবে না, কাউকে দাম দিয়ে ওষুধ বিক্রিও করবে না। তাই এই উদ্যোগে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন নেই।

এই উদ্যোগের খবর সকলের কাছে ছড়িয়ে দিতে এই আবেদন ও ফর্মটিকে ব্যপকভাবে শেয়ার করুন। ওষুধ দিতে আগ্রহী বা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এই উদ্যোগে যুক্ত হতে আগ্রহী দের ফর্ম- ও যুক্ত করা হয়েছে। চাঁদা তুলে টাকা ভোটে লড়েও হেরে গিয়েছেন রায়দিঘীর সিপিএম প্রার্থী 'কাজের মানুষ, কাছের মানুষ কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। এই বয়সেও অক্লান্ত সমাজসেবায়। তাঁর নিজের হাতে তৈরি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর মুকুন্দপুরে খুলতে উদ্যোগী হয়েছেন অসহায় রোগীদের জন্য ৫০ শয্যার আশ্রয়স্থল। গুটিকয় নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে ঘুরছেন পরিকাঠামো তৈরির জন্য। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসমে হিমন্তবিশ্ব সরকারের শীর্ষ আমলাস্তরে ব্যাপক রদবদল

গুয়াহাটি, ১৯ মে (হি.স.) : ড হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন অসমের নতুন সরকার এবার শীর্ষ আমলাস্তরে ব্যাপক রদবদল করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা এবং পর্যটন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ড় জেবি এক্কাও সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের প্রধান সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন।

এভাবে, গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ফণীন্দ্র সিঙকে নগরোন্নয়নের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে হস্তান্তর ও বস্ত্রশিল্পের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রবিশংকর প্রসাদকে পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে সরকার। এছাড়া, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছেইদিন আব্বাসিকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তথ্য ও প্রযুক্তি এবং খনি বিভাগের। বিশ্বরঞ্জন সামালকে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রধান সচিবের দায়িত্ব, নিরজ বার্মাকে সংসদীয় পরিক্রমা, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে অসম সরকারের পার্সনাল বিভাগের প্রধান সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছে সরকার।

অনুরূপভাবে বি কল্যাণ চক্রবর্তীকে সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের পরিচালন অধিকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব, ড় কৃষ্ণকুমার দ্বিবেদীকে খনি ও খনিজাত পদার্থ বিভাগের প্রধানসচিব এবং আসাম হাইড্রোকার্বন অ্যান্ড অ্যানার্জি কোম্পানির পরিচালন অধিকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুকেশচন্দ্র সাহুকে পর্যটন বিভাগের প্রধানসচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব, মণীষ ঠাকুরকে নগরোন্নয়ন, গুয়াহাটি উন্নয়ন, অর্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগের কমিশনার-সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। মণীষ ঠাকুর এর আগে অসম সচিবালয়ের প্রশাসন বিভাগের কমিশনার-সচিব ছিলেন।

অন্যদিকে মনালিসা গোস্বামীকে নগরোন্নয়ন বিভাগের কমিশনার-সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব, এমএস মণিভান্নানকে সচিবালয়ের প্রশাসন বিভাগের কমিশনার-সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব, আকাশ দীপকে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব, শ্রম কমিশনার সাজ্জাদ জামান হাজরিকাকে বরাক উপত্যকা এবং পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব, সাংস্কৃতিক পরিক্রমা, পরিবেশ ও বন বিভাগের সচিব মাধুরিমা বরুয়া সেনকে সমাজকল্যাণ বিভাগের সচিব হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব, বিনোদ শেশানকে কৃষি বিভাগের সচিব পদে বদলি করার পাশাপাশি কৃষি ও স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টর, এআরআইএএস সোসাইটির অধিকর্তার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হেমেন দাসকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কমিশনার-সচিব পদ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কমিশনার হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কামরূপের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৈলাস কার্তিককে ওয়াইল্ড লাইফ পার্কের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছে হিমন্তবিশ্ব সরকার।

আরব সাগর থেকে ১৪টি দেহ উদ্ধার, প্রাণে বেঁচেছেন ১৮৪ জন

মুম্বই, ১৯ মে (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় তকতে-র জেরে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট উপকূলে আটকে পড়েছিল চারটি বার্জ। ঝড়ের দাপটে মুম্বই উপকূলের কাছে আরব সাগরে ডুবে যায় 'পি ৩০৫' নামের একটি বার্জ। সেখানে আটকে থাকাদের উদ্ধারের নামে ভারতীয় নৌবাহিনী। বুধবার দুপুর পর্যন্ত ১৪টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সব মিলিয়ে ১৮৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও অনেকেই নিখোঁজ, তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে নৌবাহিনীর পাঁচটি জাহাজ এবং একটি হেলিকপ্টার। পি ৩০৫' নামের ওই বার্জে ২৭৩ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৮৪ জনকে উদ্ধার করা গেলেও এখনও নিখোঁজ অনেকেই। উদ্ধারকার্যের দায়িত্বে থাকা কমান্ডার এমকে ঝা জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে তাই এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় মৃতদেহগুলি ওই বার্জেরই যাত্রীদের কিনা।

টুলকিটের মাধ্যমে কুম্ভমেলা ও হিন্দুত্বের অপমান সামাজিক অপরাধ : রামদেব

হরিদ্বার, ১৯ মে (হি.স.): কোভিড পরিস্থিতিতে কুম্ভমেলা নিয়ে লাগাতার কটুক্তি ও আক্রমণ শানানো হচ্ছে। এমতাবস্থায় টুলকিটের মাধ্যমে যাঁরা কুম্ভমেলা ও হিন্দুত্বের অপমান করছেন তাদের "সামাজিক অপরাধী" আখ্যা দিলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। শুধু সামাজিক অপরাধীই নয়, তাদের "সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ষড়যকারী ও অপরাধী" আখ্যা দিয়েছেন রামদেব।

বুধবার যোগগুরু বাবা রামদেব ভিডিও-বার্তায় বলেছেন, 'টুলকিটের মাধ্যমে কুম্ভমেলা ও হিন্দুত্বের অপমান করা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ষড়য ও অপরাধ। যাঁরা এমনটা করছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা রাজনীতি করতেই পারেন, কিন্তু হিন্দুত্বকে অপমান করবেন না। এই দেশ আপনাদের ক্ষমা করবে না। জনগণের কাছে অনুরোধ করছি, এই ধরনের শক্তির বিরোধিতা করুন ও বয়কট করুন।'

সাম্বায় ধৃত পাক অনুপ্রবেশকারী, গুলিবিদ্ধ হলেও অবস্থা স্থিতিশীল

জম্মু, ১৯ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একজন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। মঙ্গলবার রাতে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের পাক নাগরিকের বাড়ি লাহোরে। বিএসএফ-এর গুলিতে জখম হয়েছে সে, তবে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। বিএসএফ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে সাম্বায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে সন্দেহনজক গতিবিধি নজরে আসে। তৎক্ষণাৎ গুলি চালান সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা। পরপর চারটি গুলি লাগে ওই পাক অনুপ্রবেশকারী শরীরে। তাকে গ্রেফতার করার পর নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার জানিয়েছেন, ওই পাক নাগরিক আমাদের জানিয়েছে তার বাড়ি লাহোরে। তার শরীরে চারটি গুলির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে তার।

দৈনিক মৃত্যু বেড়ে ২,৫১৭, ব্রাজিলে অনেকটাই বাড়ল কোভিড সংক্রমণ

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ মে (হি.স.): ব্রাজিলে মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল আরও ২ হাজার ৫১৭ জনের প্রাণ। তাছাড়া বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বেড়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪,৩৭৯ জন, এই সময়েই মৃত্যু হয়েছে ২,৫১৭ জনের। বিগত পাঁচ দিনের মধ্যে সংক্রমণ ও মৃত্যুর এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ২,৫১৭ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৯ জনের। মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৪,৩৭৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৫,৭৩৫,৪৮৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪,২৪৭,৬০৯ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৪৮,৪৯৭ জন।

ফের ঊর্ধমুখী সংক্রমণের হার, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৭৩৩ জনের

ওয়াশিংটন, ১৯ মে (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৭৩৩ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনার সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যাও। আমেরিকায় মঙ্গলবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭,৫০৬ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৭৭৪,৯৪৫-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৩৩ জনের, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭৩৩ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০১ হাজার ৩৩০ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ৫০৬ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৭৭৪,৯৪৫-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,২৫৩,৩২৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৩৩ জনের। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৯ লক্ষ ২০ হাজার ২৮৮ জন।

৩২.০৩-কোটির উর্ধে করোনা-পরীক্ষা, ভারতে সক্রিয় রোগী ১২.৬৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.): ভারতে ৩২.০৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ মে সারা দিনে ভারতে ২০,০৮,২৯৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩২,০৩,০১,১৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,০৮,২৯৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৩৪ জন। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১২৭,০৪৬। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৮৯,৮৫১ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৮৩,২৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৫২৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,১৯,৮৬,৩৬৩ জন (৮৬.২৩ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩২,২৬,৭১৯ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১২.৬৬ শতাংশ)।

প্রয়াত রাজস্থানের বিজেপি বিধায়ক গৌতম লাল মীনা, সংক্রমিত ছিলেন কোভিডে

জয়পুর, ১৯ মে (হি.স.): প্রয়াত হলেন রাজস্থানের বিজেপি বিধায়ক গৌতম লাল মীনা। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন তিনি, উদয়পুরের সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। রাজস্থানের প্রতাপগড় জেলার ধারিয়াওয়াদ বিধানসভা আসনের বিজেপি বিধায়ক ছিলেন গৌতম লাল মীনা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর গত ১৬ মে উদয়পুরের মহারানা ভূপাল সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মীনাকে। তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। বিগত দু''দিনে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, এরপর বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন গৌতম লাল মীনা। ২০০৩, ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে প্রতাপগড় জেলার ধারিয়াওয়াদ বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তার আগে ধারিয়াওয়াদ পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ছিলেন তিনি। গৌতম লাল মীনা হলেন রাজস্থানের চতুর্থ মন্ত্রী, যিনি কোভিডে মারা গেলেন।

বিজেপি বিধায়কের প্রয়াণে শোকাহত নাড্ডা

রাজস্থানের বিজেপি বিধায়ক গৌতম লাল মীনার অকাল-প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। টুইট করে জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, রাজস্থানের ধারিয়াওয়াদ বিধানসভা আসনের বিধায়ক গৌতম লাল মীনার প্রয়াণ অত্যন্ত দুঃখের। ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। পরিজনদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করছি।'

বাসভবন পাল্টে কোভিড কেয়ার সেন্টার, সকলকে চমকে দিলেন তেজস্বী

পাটনা, ১৯ মে (হি.স.): সকলকে রীতিমতো চমকে দিলেন লালু প্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব। নিজের পাটনার সরকারি বাসভবনকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে পরিবর্তিত করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর এই নেতা। এই পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই পাবেন করোনা-রোগীরা। পাশাপাশি নীতীশ কুমার সরকারকে লিখিতভাবে তেজস্বী অনুরোধ জানিয়েছেন, এই কোভিড কেয়ার সেন্টারকে সরকারি সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। বিহারে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিডের সংক্রমণ, বহু হাসপাতালে করোনা-রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত বেড নেই। তাই নিজের পাটনার সরকারি বাসভবনকেই কোভিড কেয়ার সেন্টারে পরিবর্তিত করলেন তেজস্বী যাদব। প্রয়োজন মতো বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে কোভিড কেয়ার সেন্টারে। অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেজস্বীর মতে, এই পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই পাবেন করোনা-রোগীরা।

জম্মু-কাশ্মীরের রামবানে নদীতে গাড়ি ডুবে হতাহত ৩, নিখোঁজ ৬ জন

রামবান, ১৯ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি, নদীতে পড়ে যাওয়ার পর গাড়িটি ডুবে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং আহত হয়েছেন দু''জন। দুর্ঘটনার পর থেকেই খোঁজ পাওয়া যায়নি ৬ জনের। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি (এইচআর ৫৫ জে ১৬৭৮) হরিয়ানার। বুধবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রামবান জেলার চান্দেরকোটের দৌগিপৌলি কারোল এলাকার কাছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি শ্রীনগর থেকে উত্তর প্রদেশ অভিমুখে যাচ্ছিল। বুধবার সকালে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজের জন্য পৌঁছে যায় সিভিল কুইক রিয়েকশন টিম, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ। বছর ২১-এর একজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। জীবিত উদ্ধার করা হয় দু''জনকে, তবে ৬ জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃতের নাম-রশিদ (২১)। তাঁর বাড়ি উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলায়। আহতদের নাম-গাড়ির চালক মহম্মদ আসিফ (২৮) এবং বিলাল আহমেদ (২৫)। তাঁদের উত্তর প্রদেশের বিজনোরে বাড়ি। চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীতে নিখোঁজ ৬ জনের খোঁজ চলছে।

বিদ্যুৎ নেই! ২১ মে অবধি পিছোল তরুণ তেজপাল মামলার শুনানি

পানাজি, ১৯ মে (হি.স.): বিদ্যুৎ নেই বিগত দুই-তিন দিন ধরে, তাই ঠিক মতো কাজ করতে পারছেন না গোয়ার মাপুসার অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে পিছিয়ে গেল তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহ মামলার শুনানি। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে আগামী ২১ মে (শুক্রবার), সম্ভবত ওই দিনই রায় ঘোষণা করবেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি।

২০১৩ সালে সহকর্মীকে যৌন নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত তহেলকা ম্যাগাজিনের প্রাক্তন এডিটর-ইন-চিফ তরুণ তেজপাল। এদিন সকালেই মাপুসার দায়রা আদালতে আসেন তরুণ তেজপাল। কিন্তু, ২১ মে পর্যন্ত শুনানি পিছিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি। তরুণ তেজপালের আইনজীবী সুহাস ভেলিপ জানিয়েছেন, 'শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হল, বিগত দুই-তিন ধরে বিদ্যুৎ নেই, তাই বিচারপতি কাজ করতে পারছেন না। তাই তিনি সময় চেয়েছেন। তাই আগামী ২১ মে শুনানির দিন ঠিক করেছেন বিচারপতি। ওই দিনই সম্ভবত চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে।'

নিজাম প্যালেসে মুখ্যমন্ত্রী ৫-৬ ঘন্টা কেন, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : নিজাম প্যালেসে মুখ্যমন্ত্রী ৫-৬ ঘন্টা কেন, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে এই প্রশ্ন করেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি চলছে মামলাটির।

সোমবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরের পরিস্থিতি 'এক্সট্রা অর্ডিনারি' ছিল বলে মন্তব্য করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা। তুষারবাবু বলেন, মামলা শুনতে গেলে আপনাদের সেদিনের পরিস্থিতি বিবেচনা করতেই হবে। ওই পরিস্থিতি 'এক্সট্রা অর্ডিনারি' ছিল। বিচারপতিকে এই আবেদন করে তুষার মেহতা বলেন, দল বেঁধে মুখ্যমন্ত্রী আরও লোকজন নিয়ে সিবিআইয়ের দফতরে ঢুকে যান। বলেন আমাকে গ্রেফতার করুন। এমনকি ধর্নাতেও বসে যান। এটা নজিরবিহীন, বললেন সিবিআইয়ের আইনজীবী।

সোদিনের ঘটনা নজির বিহীন। এই মন্তব্য করে তুষার মেহতা বলেন, দল বেঁধে মুখ্যমন্ত্রী আরও লোকজন নিয়ে সিবিআই দফতরে ঢুকে যান। তাঁকে গ্রেফতার করার দাবি জানান। ধর্নাতেও বসে যান। এটা নজিরবিহীন, বলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। তাঁর কথায় এটা সাধারণ মামলা নয়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসছেন। এটা কি হতে পারে? এরপর থেকে সাধারণ গ্রেফতারেও তো এটা ট্রেন্ড হয়ে যাবে। তুষারবাবু বলেন, অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের সুযোগ দেওয়া হোক।

ফিরহাদ, সুব্রতদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি পাল্টা দাবি করেন, "এরকম অনেক মামলায় বিক্ষোভ হয়। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে জড়িত ঘটনায় মানুষের ক্ষোভ থাকেই। এটা ঠিকই এ ধরনের বিক্ষোভ দেখানো উচিত নয়। তবে এই বিক্ষোভকে যে ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা-ও ঠিক নয়।"

অভিষেকবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অশান্তি হয়নি। বরং তিনি এবং অন্য বিধায়কেরা অশান্তির বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা কর্মীদের বার বার শান্ত থাকতে বলেছেন। কোনও প্ররোচনা দেওয়ার উদাহরণ নেই। আসলে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর সহকর্মী। তাই হয়তো মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন। এ নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে।

অভিষেকবাবুকে বিচারপতির পাল্টা প্রশ্ন, সহকর্মী মানছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো অল্প সময়ের জন্য যাননি। ৫-৬ ঘন্টা ছিলেন নিজাম প্যালেসে। এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? কেন শুনানি চলাকালীন নিম্ন আদালতে ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী? প্রধান বিচারপতি জানতে চাইলেন, আপনি কী বলতে চান এটা গুরুতর নয়। আমাদের পর্যবেক্ষণে পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক থাকত। তা হলে অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু তা হয়নি। এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রভাবশালী নেতাদের সুবিধা দিতে আইনের ক্ষতি করা হয়েছে বলে এ দিন অভিযোগ করেন সিবিআই আইনজীবী তুষার মেহতা। তিনি বলেন, ৪ প্রভাবশালী নেতা মন্ত্রীর প্রভাব এতটাই বেশি যে, তাঁদের যাতে সশরীরে হাজিরা না দিতে হয়, তার আর্জি করেন আইনজীবীরা। ভার্চুয়ালি হাজিরা দেওয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়। আইনমন্ত্রী নিজে আদালতে যান। এমন নজির আগে দেখা যায়নি। এতে আইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেদিনের বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ছিল, দাবি করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী।

সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা বলেন, সেদিনের বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ছিল। নিজামে প্রচুর মানুষ এসে ভিড় করেছিলেন। অফিসারদের পক্ষে তাই বাইরে আসা সম্ভব হয়নি। বেআইনি ভাবে ভিড় করে বিক্ষোভ দেখানো উন্মত্ত জনতাকে সামলানোও সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়েই অভিযুক্তদের ওখানে রাখা হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেখানে পৌঁছে যান। বলেন, "আমাকেও গ্রেফতার করুন।" এরপর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। তুষারবাবুর কথায়, "সিবিআইয়ের বিচারককে এই পরিস্থিতিতে জামিনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।"

এর আগে, পুলিশের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি কোর্টে কেন সিবিআই, প্রশ্ন করেন অভিযুক্ত ফিরহাদ হাকিমের তরফে আইনছীবী সিদ্ধার্থ লুথরা। তিনি অভিযোগ করেন, শুধু অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিস দেওয়া হয়। সিবিআই পুলিশের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি কোর্টে চলে এল। আদালতে বললেন পক্ষের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা।

অভিষেকবাবু বলেন, আইনমন্ত্রী নিম্ন আদালতে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু মন্ত্রীর হওয়ার পাশাপাশি তিনি বিধায়ক। সেখানে এই ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক ভাবে দেখব কেন? অনেক বিধায়ক তো এমনও বলছেন, আমাদের সতীর্থদের ধরে নিয়ে যাওয়া হল কারণ হারটা ঠিক হজম হয়নি।

সিবিআই সূত্রে খবর, হাইকোর্টে ৪ নেতা মন্ত্রীর জেল হেফাজত বহাল রাখার আর্জি জানাবে সিবিআই। একইসঙ্গে মামলাটি অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার আবেদনও জানাবে তারা। হাই কোর্টে অভিযুক্তদের হয়ে সওয়াল করবেন অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, সিদ্ধার্থ লুথরা। সিবিআই সূত্রে খবর, হাই কোর্টে সুরাহা না হলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। তাই আগে থেকেই শীর্ষ আদালতে পদক্ষেপ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

উপেক্ষিত উনিশে মে, সরব নেটানাগরিকরা

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনকে বুধবার শ্রদ্ধা জানালেন নেটানাগরিকরা। সুদীপ বসু লিখেছেন, "বাংলা ভাষার অধিকারের দাবীতে বাংলাদেশে ২১ শে ফেব্রুয়ারি''র চেয়েও বড় আন্দোলন হয়েছিল এই দেশেই। আজকের দিনেই। অসমের বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে যে অসংখ্য মানুষ প্রাণ দিলেন, তাঁদের কথা অবলীলায় ভুলে যাই। ২১ শে ফেব্রুয়ারির চেয়ে ১৯ মে অসমে ঢের বেশি বাঙালি প্রাণ দিয়েছিলেন। অহমীয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার প্রতিবাদে সেদিন গর্জে উঠেছিল বাঙালিরাই। বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছিলেন কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। একদম শেষের নামটি একজন মহিলা''র। এ দুনিয়ার প্রথম (নাকি একমাত্র?) মহিলা ভাষা শহিদ। আজও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কান পাতলে সেই হাহাকার হয়ত শোনা যাবে। এঁদের আত্মত্যাগ তো ২১ শে''র ভাষা শহীদ দের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না! মাতৃভাষার দাবিতে তাঁদের সেই আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি। সেই রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে পরবর্তীকালে অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপরেও সেখানে বাঙালি''র রক্ত ঝরেছে। বাচ্চু চক্রবর্তী, মোজাম্মেল হক সহ আরো বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছিলেন।

আজও সেই ১৯ শে মে। আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারি হলে এতক্ষণ ফেসবুকে পোস্টারের ছড়াছড়ি পড়ে যেত। ভুলি নাই ভুলি নাই, কিম্বা আমার ভাইয়ের রক্তে রঙানো.......বাঙালি''র হৃদয়ে ২১ আর ১৯ কে কেন একই মর্যাদায় গ্রহণ করা গেল না ? ভাইয়ের রক্তকে আমরা এভাবে আলাদা করে ফেললাম ?"

অলোকেশ গুপ্ত লিখেছেন, "দেখতে দেখতে এসে গেলো আরও একটি উনিশে মে। তথাকথিত সেকুলার আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে, এক অস্বস্তিকর বিড়ম্বনার দিন। কারণ, ১৯৬১ সালের এই দিনেই, অসমের শিলচর শহরে, বাংলা ভাষার সন্মান, মর্যাদা রক্ষা করার জন্য, পুলিশের গুলিতে প্রাণ বলিদান করে ছিলেন ১১ জন - হ্যা ! আবার বলছি এ-গা-র জন, যার মধ্যে এক কিশোরী ও ছিলেন। এই ১১ জন ভাষা শহীদ দের একটাই অপরাধ ছিলো -- তাঁরা সবাই, এই অপূর্ব ধর্মনিরপেক্ষ বিভক্ত ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাই তাদের সুমহান ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য, আজ এই এগারো জন ভাষাশহীদদের জন্য, একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না তথাকথিত সেকুলার আর 'চেটে খাওয়া' এই সব বুদ্ধিজীবীরা, যারা একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা দিবস, পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহ উদযাপন করার জন্য, কয়েক মাস আগে থাকতেই প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আজ তারা নিজ নিজ বাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন, দুই ঠেঁটে ফেভিকুইক লাগিয়ে।

'আ মরি বাংলা ভাষা' -- আমার মাতৃভাষা - এ আমার পরম গর্ব। তাই পরম শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি, একুশে ফেব্রুয়ারীর সেই অমর চার ভাষাশহীদদের সাথেসাথে, অমর এই এগারো জন ভাষা শহীদকেও।"

সুকান্ত নস্কর লিখেছেন, "এই দিনের কথা খুবই কম মানুষ জানেন। আমি নিজেই ভাষা দিবসের এক অনুষ্ঠানে দেখি এক অধ্যাপিকা যখন এই কথা বললেন তখন শ্রোতাদের বেশিরভাগই অবাক হয়ে গেলো, জিজ্ঞাসা করায় দেখা গেলো ভাষা আন্দোলন মানে তারা শুধু বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনই জানে। আর আমার ব্যাক্তিগত ভাবে মনে হয় তারা এই ভাষা আন্দোলনের কথাও জানতো না যদি না এই দিনটি উদযাপন করা হত।" জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি লিখেছেন, "সঙ্গত প্রশ্ন। একই ভাবে মানভূমে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন আরও স্বীকৃতির দাবি রাখে।" তারক চন্দ্র নাথ লিখেছেন, "উনিশ উপেক্ষিত হতে পারে, কিন্তু একেবারে বিস্মৃত নয়, যেমন তুমি আজ জাগিয়ে তুললে তার স্মৃতি। আমাদের এই টাকিতেই একুশের ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে উনিশের ভাষা আন্দোলনের পুরোধা সৈনিক ঋষিন মিত্র মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম, উনিশের আন্দোলনের অনেক তথ্য।

আমার কাছে অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির লড়াকু নেতা প্রশান্ত হালদারের লেখা একটি বই আছে, ঢাকা থেকে শিলচর। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, ইতিহাসের সব কথা সবাই মনে রাখে না, কিন্তু কেউ রাখে। ইতিহাসের সেই আস্তাকুঁড় থেকেই একদিন জন্ম নেয় আর এক ইতিহাস। ভাইয়ের রক্ত কোনদিন আলাদা হয় না, আলাদা করে দেওয়া হয়। এটা রাখা সর্বাবস্থায় খুব জরুরি। প্রাণের প্রদীপকে কোনভাবেই নিভতে দিতে নেই।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজভবনের ফটকে বিক্ষোভ সিপি-কে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): আবারও চরমে রাজ্যপাল-রাজ্য সরকারের সংঘাত। রাজভবনের সামনে বিক্ষোভের ঘটনায় এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। কেন ওরকম হল, দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার বিশদ রিপোর্ট তিনি বুধবার বেলা পাঁচটার মধ্যে রাজভবনে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনারকে। ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে কীভাবে রাজভবনের সামনে অশান্তি হয়, পুলিশ কমিশনারের কাছে সেই জবাব তলব করলেন রাজ্যপাল। নারদ মামলা নিয়ে গত সোমবার থেকে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। ওই দিন সাতসকালে চেতলার বাড়ি থেকে ফিরহাদ হাকিমকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তারপর একে একে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন তৃণমূল ও বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় নিজাম প্যালেসে। গ্রেফতারির পর থেকেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। সদ্যই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের জন্য বাংলার মসনদে বসেছে ঘাসফুল শিবির। মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। শাসকদলের অভিযোগ, পরাজয় মেনে নিতে না পেরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফিরহাদ, মদন, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়দের গ্রেফতার করা হয়েছে। আর এর ফলে আরও একবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগও উঠেছে। সেই ক্ষোভ থেকে নিজাম প্যালেসের পাশাপাশি ওই দিন রাজভবনের সামনেও বিক্ষোভ দেখান অগণিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। মঙ্গলবার আবার এক ব্যক্তি ভেড়ার পাল নিয়ে রাজভবনের সামনে অভিনব প্রতিবাদ করেন।

পরপর দু'দিনের এহেন বিক্ষোভে বেশ বিরক্ত রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। বুধবার সকালে টুইটে এই ঘটনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাজ্যপালের বাসভবন লাগোয়া এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকার কথা। তা সত্ত্বেও কীভাবে কলকাতা পুলিশের উপস্থিতি এমন কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ধনকড়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জবাবও তলব করেন তিনি। রাজ্যপাল তাঁর বার্তায় লিখেছেন, আমি লক্ষ্য করেছি সোমবার বিকেলে কলকাতা পুলিশের অধীনে এক বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনে কিছু অযৌক্তিক উপায়ে রাজভবনের উত্তর দিকের ফটকের নিরাপত্তা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। ছোটলোকদের সেই বিক্ষোভ বেলা দেড়টা থেকে প্রায় দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলে। বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে তা অব্যাহত থাকে। এই ব্যক্তিরা রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিলেন। রাজ্য প্রধানের মর্যাদাকে অপমান করে অযৌক্তিক স্লোগান দিয়েছিলেন। তারা উত্তর গেটে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিল, উচ্চ-সুরক্ষা রাজ ভবনের নিরাপত্তার হুমকী দিয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

এই পুরো বিস্ময়কর পর্ব চলাকালীন ঘটনাস্থলে উপস্থিত উর্ধতন পুলিশ আধিকারিকেরা কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেননি। আইনের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে লঙ্ঘন করা হয়েছিল। এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে রাজভবন চত্বরের চারপাশের পুরো অঞ্চলটি আপনার নিষেধাজ্ঞাবদ্ধ আদেশের আওতাধীন রয়েছে। ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৪ ধারা ওই অঞ্চলে জারি, তবে এই তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ঘটনাস্থলে অন্যায় কাজ কেবল এক বিশাল দলকেই করার অনুমতি দেওয়া হয়। দু''ঘন্টার উপরে সেখানে বিশৃঙ্খলা চলে। রাজ্যপ্রধান গুরুতরভাবে আপত্তি জানান। চূড়ান্তভাবে কলকাতায় পুলিশ কমিশনারকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করতে বাধ্য করা হন। মঙ্গলবার বেলা তিনটে নাগাদ কীভাবে এক ব্যক্তি একপাল ভেড়া রাজভবনের উত্তর ফটকের সামনে এনে জড়ো করল, পুলিশ কমিশনারের কাছে সেই জবাবও চেয়েছেন রাজ্যপাল। বলেছেন, রাজভবনের সামনে এই সব ঘটনাবলীর ভিডিও ক্লিপিং সিপি-কেও পাঠানো হয়েছে। কেন ওরকম স্থানে এ রকম ঘটনা ঘটল, তার পুরো রিপোর্ট যেন বুধবার বেলা ৫টার মধ্যে রাজভবনে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, সিপি-র কাছে সেটিও জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোভিড—বিধি কতটা মানছে স্টুডিয়োপাড়া? পরিদর্শনে স্বরূপ বিশ্বাস

অতিমারির কবলে স্টুডিয়োপাড়াও। শ্যুটিং করতে গিয়ে একের পর এক অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী আক্রান্ত করোনা সংক্রমণে। যে ভাবেই হোক সেই দাপট রুখতে ৩ মে থেকে নয়া স্বাস্থ্যবিধি চালু করেছে ফেডারেশন। সেই অনুযায়ী সকলের তাপমাত্রা মাপা, ফ্লোর, সাজঘর স্যানিটাইজ করা, হাত স্যানিটাইজ করা, মাস্ক এবং ফেসশিল্ড পরে থাকা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ফের বাধ্যতামূলক হয়েছে সমস্ত স্টুডিয়ো ফ্লোরে। সংগঠনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সেই সময় আনন্দবাজার ডিজিটালকে জানিয়েছিলেন, কড়া বিধিনিষেধ মেনেই আপাতত শ্যুটিং চলবে টলিউডে। সেই বিধিনিষেধ কতটা মানছে টালিগঞ্জ? নিজের চোখে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার স্বরূপ নিজেই পৌঁছে যান সেখানে। সঙ্গে ছিলেন অমিত কুমার সামন্ত, শান্তনু দাস, অনাদি ভঞ্জ, শম্ভু দাস সহ পরিদর্শকের একটি বিশেষ দল। ফেডারেশনের সামাজিক পাতায় শেয়ার হওয়া ভিডিয়ো এবং ছবি বলছে, বৃহস্পতিবার স্টুডিয়ো পরিদর্শনে যান স্বরূপ। সেখানে 'গ্রামের রানি বীণাপানি' ধারাবাহিকের শ্যুট চলছিল। শুক্রবার পরিদর্শকের দল পৌঁছে যান সিনহা রায় স্টুডিয়োয়। সেখানে 'বালিকা বধূ' এবং 'হয়তো তোমারই জন্য' ধারাবাহিকের শ্যুটিং চলছিল। স্বরূপ তাঁর সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে শ্যুটিং ফ্লোর থেকে খাবার জায়গা, সর্বত্র ঘুরে দেখেন।

কবি শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণে শর্মিলা ঠাকুর

'... শব্দহীন হও, শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর...' লিখেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। অতিমারিকালে শব্দহীন ভাবেই চলে গেলেন কবি। গত ২১ এপ্রিল করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কেড়ে নিল তাঁকে। সুরক্ষাবিধির জন্য অনেক কাছের মানুষকে দূর থেকেই চিরবিদায় জানাতে হয়েছিল কবিকে। যত দিন যায়, আরও যেন গাঢ় হতে থাকে তাঁর স্মৃতি। তাই কবির সৃষ্টির মাধ্যমেই আরও একবার তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার কথা ভাবলেন শিল্পী সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আগামী ১৬ মে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছেন তিনি। নাম রেখেছেন 'স্পর্ধার জন্য'। সেখানে উপস্থিত থাকবেন শর্মিলা ঠাকুর, মমতাশঙ্কর এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে কথা বলবেন মালয়ালি কবি এবং পণ্ডিত কে. সচ্চিদানন্দন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করাকালীন প্রচুর ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে এসেছিলেন কবি। অভিনেত্রী চৈতালি দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় গুরুকে নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা বলবেন তিনি। করবেন স্মৃতিচারণ। শঙ্খবাবুর কবিতা উদযাপন করবেন সোহিনী সেনগুপ্ত, চৈতি ঘোষাল, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, নন্দনা সেন, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ মধুমিতা বসু, প্রণতি ঠাকুরের মতো শিল্পীরা। শুধু শব্দে নয়, গানের সুরেও ফিরিয়ে আনা হবে কবির স্মৃতিকে। সেই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রমিতা মল্লিক, লোপামুদ্রা মিত্র,প্রবুদ্ধ রাহা, জয়তী চক্রবর্তী, রোহিনী রায় চৌধুরী, সুছন্দা ঘোষ, রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম মুখোপাধ্যায় এবং ঋতপা ভট্টাচার্য্য।

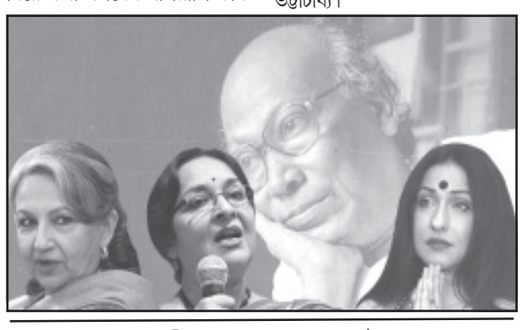

৫০ বছর উদযাপনের সমস্ত অর্থ দুঃস্থ কলাকুশলীদের জন্য খরচ করবে যশরাজ ফিল্মস: আদিত্য চোপড়া

২০২০-তে ৫০ বছর পূর্ণ করেছে যশরাজ ফিল্মস। সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের জন্য বিরাট অঙ্কের টাকাও বরাদ্দ করেছিলেন প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধার আদিত্য চোপড়া। কিন্তু অতিমারিতে ধুঁকছে দেশ। লকডাউনে শ্যুটিং বন্ধ। অন্নাভাব, অর্থাভাবে করুণ দশা বলিউডের অসংখ্য কলাকুশলীর। এই অবস্থায় উদযাপন অসম্ভব। তাই আদিত্যের ঘোষণা, বরাদ্দ অর্থের পুরোটাই যশরাজ ফিল্মস খরচ করবে দুঃস্থ কলাকুশলীদের জন্য। তাঁর এই পদক্ষেপে খুশি হিন্দি ছবির দুনিয়া। খবর প্রকাশ্যে আসতেই উল্লসিত অনুরাগীরাও।

এই উদ্যোগের বিশেষ নামও দিয়েছেন তিনি। আদিত্যের কথা অনুযায়ী, এই বিশেষ প্রকল্পের নাম 'যশ চোপড়া সাথী উদ্যোগ'। গত সপ্তাহ থেকেই দুঃস্থ কলাকুশলীদের আর্থিক সাহায্য দানের প্রক্রিয়া চালু করে দিয়েছে যশরাজ ফিল্মস। এরই সঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছে বলিউডের ৩০ হাজার কর্মীর টিকাকরণের আবেদন জানিয়ে একটি চিঠিও পাঠানো হয়। টিকা কেনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে প্রযোজনা সংস্থা, এমনটাও জানানো হয় চিঠিতে।

অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ মহারাষ্ট্র সহ মুম্বইয়ে ছড়িয়ে পড়তেই অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছে যশরাজ ফিল্মস। ইতিমধ্যেই সংস্থার স্টুডিয়োর রান্নাঘরে প্রতি দিন গোরেগাঁওয়ের কয়েক হাজার কোভিড যোদ্ধার জন্য খাবার তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি, আন্ধেরির নিভৃতবাস কেন্দ্রে বসবাসকারীদের অন্ন সংস্থানের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছে এই সংস্থা।

'রাধে' দেখে অসুস্থ! সলমনের কাছে অক্সিজেনের দাবি জানালেন নেটাগরিক

দ্রুত অক্সিজেন চাই। দয়া করে সাহায্য করুন! এক নেটাগরিক এমন আর্তি করলেন বলিউড অভিনেতা সলমন খানের কাছে। করোনাভাইরাসের কোপে কাবু হয়ে নয়, 'ভাইজান'-এর ছবি 'রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই' দেখার পরেই নাকি যাই যাই অবস্থা হয় তাঁর।

এমন অসংখ্য কটাক্ষের তির গত ২৪ ঘণ্টায় ধেয়ে এসেছে অভিনেতার দিকে। নেটমাধ্যমে ট্রোল, মিমের নতুন খোরাক হয়ে উঠেছেন সলমন। ইদ উপলক্ষে অভিনেতা তাঁর অনুরাগীদের 'রাধে' উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছবি মুক্তির পরেই কখনও সলমনের অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কখনও আবার ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'হাঁটুর বয়সি' নায়িকা দিশা পাটানির সঙ্গে জুটি বাঁধার জন্য। এ সবের মধ্যেই অভিনেতার একটি ফেসবুক পোস্ট আরও বেশি ঘি ঢেলে দেয় বিতর্কের আগুনে। কী লিখেছিলেন তিনি?

ভাল মনে অনুরাগীদের ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন সলমন। একই সঙ্গে তাঁর ছবি দেখার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন সকলকে। এখানেই কাটল তাল। 'ভাইজান' যখন তাঁর ছবি নিয়ে 'মন কি বাত' বলতে শুরু করলেন, তখনই তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হল বিতর্ক। কেউ লিখেছেন, 'আমাদের মিমের জোগান দেওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ'। একজন আবার লিখে বসলেন, 'করোনার সঙ্গে তবুও লড়ে নেওয়া যাবে। তবে 'রাধে'-র সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। সরকারের উচিৎ তাড়াতাড়ি টিকাকরনের ব্যবস্থা করার। নইলে একসঙ্গে দুটি অতিমারিকে সামলানো যাবে না'। অনুরাগীদের সলমনের প্রতি আনুগত্যও এ বার বাঁচাতে পারেনি ছবিকে। ঠাট্টা-তামাশার মোড়কে না মুড়িয়েই একজনের স্পষ্ট উপদেশ, 'দয়া করে রেমো ডি'সুজা এবং প্রভুদেবার সঙ্গে ছবি করা বন্ধ করুন'। অনেকেই আবার সলমনকে এমন কোনও চিত্রনাট্য বেছে নিতে বললেন, যেখানে তাঁর অভিনয় দক্ষতা ফুটে উঠবে।

আগাগোড়াই অনুরাগীদের ইদের উপহার দিয়ে এসেছেন 'ভাইজান'। সারা বছর বহু প্রত্যাশা নিয়ে সেই দিনটার দিকেই তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। বড়পর্দায় সলমনের জাদু দেখার অপেক্ষায় প্রেক্ষাগৃহের সামনে থাকে দীর্ঘ লাইন। এই অতিমারিকালে সেই দৃশ্য না দেখা গেলেও, উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়েনি একটুও। মুঠোফোনেই ইতিমধ্যে এই ছবি দেখে ফেলেছেন অনেকে। তবে এই প্রথম বোধ হয় ভাইজানের দেওয়া ইদের উপহারে মন ভরেনি দর্শকের। নেটমাধ্যমে অবিরত ট্রোলিং তেমনটাই বলছে।

১৫ দিনের লকডাউন স্টুডিয়োপাড়াতেও: স্বরূপ বিশ্বাস

শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতিমারির শৃঙ্খল ভাঙতে ৩০ মে পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছেন। এর পরেই টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় সাংবাদিক বৈঠক করে ফেডারেশন সভাপতির ঘোষণা, রবিবার থেকে ১৫ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে স্টুডিয়োপাড়া। ৩০ মে পর্যন্ত শ্যুটিং হবে না। স্টুডিয়োপাড়ায় ৩ মে থেকে নতুন করে স্বাস্থ্যবিধি চালু করার সময়েই স্বরূপ জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করলে ফেডারেশন সেই নির্দেশ মানবে। এ দিকে টানা ১৫ দিন শ্যুটিং বন্ধের খবরে মাথায় হাত দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ কলাকুশলী, অভিনেতাদের। কী করে সংসার চলবে? এই আতঙ্কে জেরবার তাঁরা। তাঁদের কথা মাথায় রেখে স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতি পুর্নবিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে শ্যুটিংয়ের অনুমতি দেওয়ার আবেদনও করেছেন।

ফেডারেশনের সাংবাদিক বৈঠকের পরেই প্রথম সারির চ্যানেলের এক কর্মী সদস্য জানান, যানবাহন বন্ধ থাকায় বহু অভিনেতা, কলাকুশলী স্টুডিয়োয় আসতে পারবেন না। ফলে, শ্যুটিং বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় নেই। তাঁর কথা অনুযায়ী, একই কারণে শ্যুটিংয়ের পাশাপাশি বন্ধ রাখা হবে ডাবিং স্টুডিয়োও। ছোট পর্দার ধারাবাহিকগুলোর কী হবে? গত বছর ব্যাঙ্কিং ফুরোতেই পুরনো পর্ব, পুরনো জনপ্রিয় ধারাবাহিক ফের দেখাতে বাধ্য হয়েছিল সমস্ত চ্যানেল। এ বারেও কি তাই-ই হবে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিনেত্রী জানিয়েছেন, যত দিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং আছে তত দিন পর্যন্ত দর্শকদের অসুবিধে হবে না। তার পরে কী হবে, সেটা তিনি নিজেও জানেন না।

প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ায় বিশ্বাসী নই, স্বীকারোক্তি ঐশ্বর্যের

ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। বিশ্ব সুন্দরী। বলিউডের একদা প্রথম সারির অভিনেত্রী। তবে নামের সঙ্গে 'বচ্চন' পদবী জুড়ে যাওয়ার আগেও প্রেম এসেছিল তাঁর জীবনে। কখনও সলমন খান, আবার কখনও বিবেক ওবেরয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেমের কিসসা উঠে এসেছে শিরোনামে। কিন্তু প্রেম-ভালবাসা-সম্পর্ক নিয়ে কী ভাবেন তিনি? সেই প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া গেল ঐশ্বর্যের পুরনো এক সাক্ষাৎকারে।

ঐশ্বর্য জানিয়েছিলেন প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমে পড়ায় বিশ্বাসী নন তিনি। অভিনেত্রী বলেছিলেন, "সম্পর্কে আসাটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। সম্পর্কে আসার আগে একটা মানুষকে কিছুটা ভাল ভাবে চিনে নিতে হবে। আমি

এমন মানুষ নই যে প্রথম সাক্ষাতেই একজনের প্রেমে পড়ে যাব। এটা আমার দ্বারা হবে না।" অভিষেকের সঙ্গেও প্রথমে কাজ করতে করতে সখ্য গড়ে ওঠে তাঁর। এর পরেই পর্দার প্রেমের জল গড়ায় বাস্তবে।

নিজের সম্পর্কগুলিকে যে তিনি আগাগোড়াই গুরুত্ব দিয়েছেন, সে কথা কারও অজানা নয়। মা হিসেবে মেয়ে আরাধ্যাকে সব সময় আগলে রেখেছেন তিনি। যতটা পেরেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে রেখেছেন তাকে। বিয়ের পর বচ্চন পরিবারে গিয়েও নাকি খুব সহজেই মানিয়ে নিয়েছিলেন অভিনেত্রী। কর্ণ জোহরের অনুষ্ঠান 'কফি উইদ কর্ণ'-তে এসে ঐশ্বর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন স্বয়ং জয়া বচ্চন।

হাতে পছন্দের পানীয়, পাতে তুরস্কের খাবার

গ্রীষ্মের সন্ধে। হু হু বাতাস না বইলে মোটেই মনোরম নয়, বরং খানিক বিরক্তিদায়কই। কিন্তু ভাবুন তো, বহুতলের একেবারে উঁচুতে খোলা ছাদে এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে আপনি যে হাত বাড়িয়েই যেন আকাশ ছুঁতে পারেন! তাহলে কি আর গ্রীষ্মকালের সন্ধে একটু উপভোগ করবেন না? করবেন নিশ্চয়ই, অনেকটাই করবেন। আর ছুটির সন্ধে আরও মনোরম করে তুলতে হাতছানি দিচ্ছে রুফটপ রেস্তরাঁ — আনপ্লাগড কোর্টইয়ার্ড। চাইলে হাতে ওয়াইন গ্লাস নিয়ে খোলা ছাদে গোটা শহর দেখতে দেখতে কাটিয়ে ফেলতেই পারেন রাত্রিও। আবার বহির্দৃশ্য যদি একঘেয়ে লাগে, তবে ভিতরে নরম আলোর নিচে এসে বসুন, গল্পগুজব করুন। সেই ব্যবস্থাও রয়েছে। মোট কথা, তীব্র গরমে দিনশেষে আপনাকে দু'দণ্ড আরাম দেওয়ার হরেকব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে সেজে উঠেছে গোল্ডেন পার্ক হোটেলের এই রেস্তরাঁ, চালু হয়েছে নয়া জোন একদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আরেকদিকে শহিদ মিনার, চোখ ওইদিকে ঘোরালে নজরে আসবে বিড়লা তারামণ্ডল। মোট কথা, কলকাতার সবকটি দ্রষ্টব্য স্থানের উপরই একঝলকে চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু দিনশেষের ক্লান্তি কাটাতে আপনি তো স্বাদেন্দ্রিয়কে একটু অন্যভাবে উজ্জীবিত করতে গিয়েছেন গোল্ডেন পার্ক হোটেলের। ফলে পরিবেশের প্রতি প্রাথমিক মুগ্ধতা কাটিয়ে আপনার চোখ অবশ্য খুঁজে বেড়াবে স্পেশ্যাল কিছু মেনু। এবার তাহলে তারই হদিশ দেওয়া যাক। স্টার্টারে ওয়াটার চেস্টনাট কিংবা টেম্পুরা, তন্দুর মসালা মাশরুম কিংবা ওয়ালনাট লেবানি — হালকা খিদে মেটাতে একেবারে নতুন স্বাদের সম্ভার। ওপেন এয়ার এই রেস্তরাঁর বিশেষত্ব — তুরস্কের খাবারদাবার। আদানা কাবাব কিংবা ল্যাম্ব স্টু উইথ টার্কিশ রাইস বা মাসামন কারি একবার জিভে ঠেকালেই ভরপেট না খেয়ে উপায় থাকবে না। তুরস্কের যে কোনও আমিষ পদের মূল উপকরণ ভেড়ার মাংস। আদানা কাবাব ভেড়ার মাংসকে লেবানিজ কয়েকটি উপকরণ দিয়ে গ্রিল করে তৈরি হয়। এমন কাবাব আপনি যে অন্য কোথাও আগে খাননি, তা হলফ করে বলা যায়। ডেজার্টেও তুরস্কের ছোঁয়া — ল্যাম্ব অ্যান্ড পাইনঅ্যাপল মাসামন কারি। ছোট ছোট মাংসের টুকরোয় আনারস দিয়ে থাই রেসিপি মিশিয়ে রান্না করা হয় এটি। স্যালাড খেতে চাইলে তাতেও তুরস্কের স্বাদ মিলবে।

চিংড়ি চিজ চুরমুর' থেকে 'কষা মাংস

দোকানে-বাজারে হালখাতার ভিড়, হাতে মিষ্টির হাঁড়ি আর বাংলা ক্যালেন্ডার। নতুন জামা গায়ে চাপিয়ে রেস্তরাঁ কিংবা সিনেমা হলে ঢুঁ মারা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে বসে দেদার আড্ডা। এককথায় একদিনের জন্য পুরোদস্তুর বাঙালি হয়ে ওঠা। এভাবেই প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ কাটিয়ে অভ্যস্ত বাঙালি। কিন্তু চেনা এই চিত্রটাই গত বছর থেকে পালটে গিয়েছে করোনার কারণে। কিন্তু বাঙালি হাল ছাড়ার পাত্র কিংবা পাত্রি নন। জীবনের নতুন ছন্দকেও অতি সাবধানে আপন করে নিতে শিখছে।

পয়লা বৈশাখ বলে কথা! গোটা দিনটাকে তো আর বাড়িতে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায় না! আবার আনন্দ করতে হলে সবসময় ভিড়ের মধ্যে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। কোনও ভাল রেস্তরাঁয় গিয়ে খাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু পয়লা বৈশাখ তো এসেই গেল। কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন? আচ্ছা কোথাও গিয়ে যদি কাসুন্দি ম্যারিনেটেড ফ্রায়েড ফিশ গরম গরম পেয়ে যান।

তার সঙ্গে যদি আবার 'লাচ্ছা দই অনিয়ন' থাকে তাহলে? আবার মুচমুচে 'চিংড়ি চিজ চুরমুর' যদি আপনার পাতে স্টার্টার হিসেবে সাজানো থাকে। যাতে চিজ আর কর্নফ্লেক্সের কোট দেওয়া যাবে। তাহলে কী করবেন? অবশ্যই ভূরিভোজে পয়লা বৈশাখের পরমানন্দ উপভোগ করবেন। তাই তো এমনই ফিউশন খাবারের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষায় দক্ষিণ কলকাতার 'লর্ড অফ দ্য ড্রিঙ্কস' রেস্তরাঁ।

সাউথ সিটি মলের ৪ তলায় রয়েছে এই রেস্তরা। যেখানে পয়লা বৈশাখের অবসরে হচ্ছে বাঙালি খাবারের উৎসব। ধোঁয়া ওঠা সাদা ভাত, ভেটকি পাতুরি, চিংড়ির মালাইকারি, সরষে ইলিশ থেকে কষা মাংসের মতো সাবেকি স্বাদ এখানে অবশ্য পাওয়া যাবে। পাশাপাশি থাকছে তন্দুরি বেবি ভেটকি, মোচার ক্রকেট, গন্ধরাজ মালাই ফিশ টিক্কার মতো ফিউশন খাবার। পাশাপাশি মিলবে রসমালাই পান্না কোটার মতো মিষ্টি ডেজার্ট আর অবশ্যই পছন্দের পানীয়। সোমবার থেকে রবিবার বেলা বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে স্বাদের এই ঠিকানা। দুই জনের খাওয়ার জন্য খরচ হবে প্রায় ১৮০০ টাকা। এর মধ্যেই পানীয়র বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

দুর্নীতি নিয়ে দেবলীনাকে তোপ মীনাক্ষী মুখার্জির

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের মডেলকন্যা দেবলীনাকে তোপ দাগলেন সিপিএমের নবীন নেত্রী ডিওয়াইএফ-এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি।

মঙ্গলবার রাতে নারদ কাণ্ড নিয়ে মুখ খোলেন দেবলীনা কুমার। রাজনীতি নিয়ে বরাবর স্পষ্টভাষী তিনি। সোমবার ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে ৪ নেতা-মন্ত্রী গ্রেফতার হতেই বিস্ফোরক বিধায়ক-কন্যা। জনৈক নেটাগরিকের একটি পোস্ট নিজের সামাজিক পাতায় শেয়ার করে প্রশ্ন তাঁর, '৪ নেতা-মন্ত্রী মাত্র ৫ লাখ টাকার জন্য কেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন?'

দেবলীনার ভাগ করে নেওয়া পোস্ট জুড়ে বিস্ময়, 'ক্ষমতাশালীরা কেন এত সামান্য টাকা ঘুষ খাবেন? ৫ লাখ টাকায় কী হয়?' কারণ, উচ্চ মধ্যবিত্তরাও এখন ৫ লাখ টাকার বেশি দামের গাড়ি চড়েন! ফলে, পুরো বিষয়টিই গোলমেলে ঠেকেছে তাঁর। সন্দেহ জেগেছে, নারদ কাণ্ড সাজানো নয় তো?" পোস্টের শেষে এ কথাও বলা হয়েছে, মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

পাল্টা মীনাক্ষী লিখেছেন, "চুরি এবং ঘুষের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে- চুরি মানে হলো কাউকে না বলে তার জিনিসটি নেওয়া - ঘুষের মানে হলো অবৈধ পারিতোষিক - একটা সাধারণ জিনিস - তার মূল্যের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সেটাকে কিনে নেওয়া -কিন্তু ছোটবেলা থেকে তো আমরা সবাই জেনে এসেছি দুটোই খারাপ। গতকাল দেবলীনা কুমার লিখেছেন অমন হেভিওয়েট লোকজন ৫ লাখ টাকা নিয়ে কি করবে- মুকুল অবশ্য অনেক বেশি নিয়েছিলেন।

যাই হোক , আমার জীবনের অভিজ্ঞতা বলে , চুরি বা ঘুষ এমন একটি স্বভাব - যেখানে মানুষ মূল্যবোধ প্রথমেই বিসর্জন দেয়। সেখানে ৫ টাকা বা ৫ লক্ষ টাকা বা ৫০ লক্ষ টাকা আলাদা নয়। এবং যে খুব ধনী সে চুরি করবেন বা সামান্য টাকাও ঘুষ নেবেন না -এরকম ব্যাপার কিছু নেই - নিজের একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলি , ব্যাঙ্গালোরের অফিসে আমার একজন বস ছিলেন - সেই সময়ের হিসেবে উনি আমার থেকে অনেক বেশি টাকা মাইনা পেতেন, আমার খুব ভালো পেন দিয়ে লিখতে ভালো লাগে- আমি পেনের পিছনে পয়সা খরচ করতে ভালোবাসি , উনি একদিন আমার থেকে পেন চাইলেন আর ফেরত দিলেন না। যখনই দেখা হয় পেন ওনার পকেটে আমি রোজ দেখতে পাই, সুযোগ পেলেই উনি আমাকে বহু জ্ঞান দেন কিন্তু আমি লাজুক বলে উঠতে পারিনা পেন আমার। একদিন দেখলাম ওনার ডেস্কে পেনটি রাখা আছে - আমি নিয়ে নিলাম - আমি আমার জিনিস না বলে নিলাম - জানিনা এটা চুরি বলে গণ্য হবে কিনা। তবে উনি বিজেপি সরকারের মতো খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন, আমি চাইলে না জানি কি করতেন - এখন অবশ্য চাইতাম। নিজের জিনিস কেউ আটকে রাখলে ছিনিয়ে নিতে হয় - নয়তো ক্যাবলার মতো মেনে নিতে হয় - এটা সেই পাঠ - যেটা পরে দারুন ভাবে জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি আমি -যাদের থেকে নিয়েছি তারা জানে আপনি গরিব মানুষের টাকা মেরে দেওয়া শোনেন নি ? কত মানুষ ই তো কাজের লোকের মাইনা অনেক সময় ঝেড়ে দেয় -সুতরাং টাকা থাকলেও লোকে চুরি করে -রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভুরি!

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'

এবার আসি উৎকোচ তত্ত্বে , ভারতবর্ষে যেকোনো জিনিস গতিলাভ করে উৎকোচ দিলে , কেন পাসপোর্ট থানা থেকে ছাড়াবার জন্য উৎকোচ দেন নি ? ফাইল পাস করাবার জন্য আপনারা দেন না ? তাছাড়া মেয়ের বাড়ি তো ছেলের বাড়িকে যে উৎকোচ গুলো দেয় বা আজীবন দিয়ে চলে সেটা কি উৎকোচ নয় ? এই যে যারা ছেলের বাড়ির লোকের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করে , বৌমার বাড়ির লোকের সঙ্গে আর এক রকম ব্যবহার করে , এটাও তো একরকমের উৎকোচ ই।

আমরা তো সবাই জানি নেতারা ঘুষ খায় , ঘুষ যে খায় সে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় নেতাই নয় - শুধু এতদিন কিভাবে খায় সেটার ফুটেজ আমরা দেখিনি - গল্পে শুনেছি - বা নিজেরা দিয়েছি সমস্ত বিবেকবোধ সরিয়ে - তবে বাড়ির বাচ্চাদের এটাও শেখাতে হবে যেহেতু - করোনা এখন ই যাবেনা যে মহামারী কালে কোনো অপরাধের শাস্তি দেওয়ার আগে দশবার ভাবতে হবে - এবং ঘুষ নেওয়া তেমন খুব অপরাধ নয় কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা ঘুষ দিয়েই চলি। নতুনভাবে আবার লিখতে হবে কোনটা ঠিক , কোনটা ভুল !

- আর শাস্তি কে দিচ্ছে সেটাও খুব জরুরি - শাস্তি যারা দিচ্ছে ঘুষখোর রা তাদের কোলেও বসে- একযাত্রায় পৃথক ফল কেন ?

যাই হোক ফের দেবলীনা কুমারের কথায় আসি-আমি জীবনেও শুনিনি চাল বা ত্রিপল কেউ চুরি করে - যেই রাজনৈতিক দল চাল বা ত্রিপল চুরি করে, ৫ লক্ষ টাকা কেউ দিলে নেবে না কেন?

আর ৫ লক্ষ না হলে হেভিওয়েট নেতাদের ঠিক কত ঘুষ নিলে হাতে সুগন্ধ আসে , সেটা নিজের বাবা দেবাশিস কুমার কে জিজ্ঞাসা করে আমাদের জানান। ঘুষ সম্পর্কে সেরকম ধারণা নেই।"

রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমারের একমাত্র মেয়ে দেবলীনা ছোট থেকেই রাজনীতিমনস্ক। ছোট থেকেই তিনি বাবার নির্বাচনী প্রচারের ছায়াসঙ্গী। ২০২১-এর নির্বাচনেও তিনি কেন্দ্র সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী পক্ষের রাজ্য সভাপতিকেও। তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বুধবার মন্তব্য করেন মীনাক্ষী মুখার্জি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদরা আইনী রক্ষাকবচ নেবেন কি, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : এবার নারদ মামলায় অভিযুক্ত সাংসদদের গ্রেফতারে উদ্যোগী হচ্ছে সিবিআই। এই পরিস্থিতিতে নারদে অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদরা আইনী রক্ষাকবচ নেবেন কিনা, তা নিয়ে এখন আলোচনা চলছে বিভিন্ন মহলে।

সোমবার সকালে পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে নারদ মামলায় গ্রেফতার করে সিবিআই। গ্রেফতার করা হয় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কেও। তারপর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে, নারদ কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদরাও এবার সিবিআইয়ের নজরে আসতে পারেন।

সে কারণে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, নারদে অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদরা কি এবার আইনী রক্ষাকবচ নেবেন? কারণ, নারদ মামলায় সিবিআই যে চার্জশিট পেশ করেছে তাতে যে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়, বারসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের নাম রয়েছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব।

এক তৃণমূল সাংসদের কথায়, "অভিযুক্তরা আগাম জামিনের আবেদন করতেই পারেন। আবেদনে বলা যেতে পারে, সিবিআই যে চার্জশিট পেশ করেছে, তাতে আমার নাম রয়েছে। আমাকে সিবিআই তদন্তের স্বার্থে যত বার ডেকেছে, তখনই সহযোগিতা করেছি। আগামী দিনে আমি তদন্তের কাজে সহযোগিতা করব। আমি কোনও সাক্ষীকেই কোনও ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করব না। তাই যে কোনও শর্তেই আমাকে আগাম জামিন দেওয়া হোক। এই মর্মে আবেদন করা যেতেই পারে।"

তিনি আরও বলেন, "যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, তাতে সাংসদরা অভিযুক্ত রয়েছেন বলেই দেখা হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। তাই এমন পরিস্থিতিতে আগাম জামিনের আবেদন করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে দলই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।" তবে কোনও শর্তে আগাম জামিনের আবেদন করবেন না বলে জানিয়েছেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত। পাল্টা তাঁর প্রশ্ন, "এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? ভয়ের কথাগুলো সংবাদমাধ্যম মনে করতেই পারে। আমরা রাজনীতি করি। তাই দু'দিনের জন্য জেলে গেলেই বা কী হবে? আমি কোনও পদক্ষেপ করছি না।" নারদে অভিযুক্ত আরামবাগের তৃণমূল সাংসদকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জামিন হল না চার নেতার ফের শুনানী বৃহস্পতিবার

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : জামিন হল না নারদকান্ডে ধৃত চার নেতার। আপাতত জেল হেফাজতেই থাকতে হবে তাঁদের। এদিন প্রায় আড়াই ঘন্টা কলকাতা হাইকোর্টে চলে সওয়াল জবাব পর্ব। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযুক্ত ফিরহাদ হাকিমের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে প্রশ্ন করেন, সিবিআই অফিসের ঘটনাটিকে প্রশাসককের নজর দিয়ে দেখা উচিত নয় কি? মুখ্যমন্ত্রী সিবিআই দফতরে। আইনমন্ত্রী সিবিআই আদালতে। তাহলে বিচার হবে কোথায়? রাস্তায়?

মামলা কাল পর্যন্ত গড়াতে পারে এ নিয়ে দু"পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে বাদানুবাদ চলে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ৫ মিনিটের বিরতি নেন প্রধান বিচারপতি। সেই বিরতি শেষে ফের শুরু হয় শুনানি। মনু সিঙ্ঘভি বলেন, "গণতান্ত্রিক দেশে লোক রাস্তায় নেমেই প্রতিবাদ করে। আইনকে নিজের পথেই চলতে দেওয়া উচিত।

অভিষেকবাবু বলেন, আইনমন্ত্রী নিম্ন আদালতে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি তিনি বিধায়ক। সেখানে এই ঘটনাকে অস্বাভাবিক ভাবে দেখব কেন? অনেক বিধায়ক তো এমনও বলছেন, আমাদের সতীর্থদের ধরে নিয়ে যাওয়া হল কারণ হারটা ঠিক হজম হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেন, কোনও নেতারই বিচার ব্যবস্থাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। অভিষেকবাবুকে বিচারপতি প্রশ্ন: আপনার মতে একজন নেতার কর্তব্য কি? অনুগামীদের প্ররোচিত করা? অভিষেকবাবু জবাব দেন, আইনজীবী হিসাবে বলব, কোনও নেতারই বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া উচিত নয়। সিবিআই দফতরে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ায় কোনও প্রভাব খাটানো হয়েছে বলে মনে করি না।ওটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিস। মুখ্যমন্ত্রী যদি কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের দফতরে বসে থাকতেন, তা হলে বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার অভিযোগ মানা যেত। ফের নারদ মামলায় অভিযুক্ত চার নেতার জামিনের শুনানী হবে বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয়।

জেলবন্দি ছত্রধর মাহাতোর মুক্তির দাবিতে কেন নীরব তৃণমূল, প্রশ্ন দলের অন্দরে

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : নারদকান্ডে চার ধৃতের মুক্তির দাবিতে সোমবার সিবিআইয় দফতরে অভিযান করেন খোদ তৃণমূলনেত্রী। অথচ, জঙ্গলমহলের পরিচিত মুখ, তৃণমূল নেতা ছত্রধর মাহাতো ২২ দিন ধরে কারার অন্তরালে। এ নিয়ে মুখে রা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এতে ক্ষুব্ধ ছত্রধর অনুগামীরা। ভোটের মুখে সেই ছত্রধরই হয়ে উঠেছিলেন জঙ্গলমহলে তৃণমূলের মুখে হাসি ফোটানোর অন্যতম কাণ্ডারি। আর ২৭শে মার্চ ভোট মিটতেই মধ্যরাতে লালগড়ের আমলিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে ছত্রধর মাহাতোকে গ্রেফতার করে এনআইএ। বর্তমানে তিনি জেলবন্দি। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি তিনি।

২০০৯ সালে অক্টোবর মাসে বাঁশতলা স্টেশনে জ্ঞানেশ্বরী মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছত্রধর মাহাতো। সেই সময়ও তিনি জেলবন্দি ছিলেন। তবে এনআইএ দাবি করেছিল জেল থেকেই গোটা ঘটনার ছক কষেছিলেন তিনি। সেই মামলাতেই বর্তমানে জেলবন্দি ছত্রধর।

রাজনৈতিক মহলের মতে, তিনি তো তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর স্ত্রীও রাজ্য নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য। এবারের ভোটে তৃণমূলকে জেতাতে একেবারে ময়দানে নেমে প্রচার করেছিলেন ছত্রধর সহ অন্যান্যরা। জঙ্গলমহলে ভালো ফলও করেছে ঘাসফুল শিবির।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে সেই জেলেই তো নারদ মামলায় অভিযুক্ত রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মুক্তির দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল তৃণমূল। ঝাড়গ্রামেও দেখা গিয়েছিল এই প্রতিবাদ। তবে এখন সেই সরাসরি প্রতিবাদের ঝড় কিছুটা কমেছে। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন সেই প্রতিবাদের, সেই মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের ছিঁটেফেঁটাও কি ছত্রধরের জন্য হয়েছে?

ছত্রধরের দীর্ঘদিনের সঙ্গী তথা বর্তমানে লালগড়ের যুব তৃণমূল নেতা বলেন, প্রতিহিংসার জন্যই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর জন্যও প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা প্রতিবাদ জারি রেখেছি। কিন্তু কেন ছত্রধরকে নিয়ে এই অস্বস্তি? দলের একাংশের মতে, আসলে ছত্রধরের অতীত নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল। কিন্তু এবার ভোটের ফলে যেভাবে তৃণমূলের পালে হাওয়া উঠেছে তাতে একথা প্রমাণিত ছত্রধরের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে জঙ্গলমহলে। সেক্ষেত্রে তাঁর মুক্তির দাবিতে দলের অন্দর থেকে জোরালো আওয়াজ ওঠা উচিৎ ছিল। তবে নির্বাচনী বিধির জন্য সেই সময় আন্দোলন করা যায়নি। এমনটাই মত জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। প্রশ্ন উঠছে তবে কি দলের অন্দরে প্রয়োজন ফুরিয়েছে ছত্রধরের?

এসএসকেএম-এর সুপারকে দেওয়া চিঠি নিয়ে বৈশাখীকে চ্যালেঞ্জ রত্নার

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৯ মে (হি স)। জেলবন্দি অবস্থায় রয়েছেন নারদকান্ডে অভিযুক্ত কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতেও শোভন-রত্না-বৈশাখী-এই ত্রিমুখী সম্পর্ক ঘিরে চলছে টানাপোড়েন। বুধবার এই ঘটনা মোড় নিল অন্য দিকে।

নারদ কাণ্ডে গ্রেফতারের পরই অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শোভন চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন বৈশাখী ও রত্না, দু"জনেই। শোভনবাবুর পুত্রকেও হাসপাতালে দেখা গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এবার রত্না চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলেমেয়েকে হাসপাতালে যাতে ঢুকতে না দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে এসএসকেএম-এর সুপারকে চিঠি দিয়েছেন শোভনের আইনজীবী। সূত্রের খবর, এর প্রেক্ষিতে রত্নাদেবী চ্যালেঞ্জ নিয়ে হুমকি দেন। ঘনিষ্ঠমহলে বলেন, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে ঢুকতে বাধা দিলে বিশৃঙ্খলা করব। কিন্তু কীভাবে এই চিঠির খবর পেলেন রত্নাদেবী?

রাত সওয়া আটটায় তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আজ বিকেলের পর আমার ছেলে বাবাকে দেখতে হাসপাতালে আসছিল। ওই সময়ে আমি মিডিয়ার কাছ থেকে চিঠিটির খবর পাই। ছেলেকে একা না ছেড়ে ছেলে-মেয়ে দুজনকে নিয়ে আমি হাসপাতালে এসেছি। দেখি কে, কীভাবে আটকায় আমাকে। বাধা পেলে আমি বলতাম আর কেউ নয় আমরাই, বিশেষত ছেলে-মেয়ে ঢুকবে। ওরা ভিতরে গিয়েছে। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। বাবাকে দেখে বেড়িয়ে এলে ওদের বাড়ি নিয়ে যাব। যতই হোক, ওরা তো ছোট! সমস্যায় পড়লে আমি মোকাবিলা করব।"

নিজাম প্যালেসের সামনে বিক্ষোভ, মামলা রুজু পুলিশের

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : রাজ্যের ৪ হেভিওয়েট মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতার গ্রেফতারের পরই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল নিজাম প্যালেসের বাইরে। বিক্ষোভ থেকে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারা। ঘটনার দু'দিন বাদে একদিকে হিংসা ছড়ানো, অন্যদিকে করোনাকালে অবৈধ জমায়েত সহ একাধিক ধারায় এবার অজ্ঞাত পরিচয়দের বিরুদ্ধে রুজু করা হল মামলা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে আজকের মত শুনানি শেষ হয়েছে। তবে নারদকাণ্ডের চেয়ে সওয়াল-জবাব বেশি হয়েছে নিজাম প্যালেসের বাইরের বিক্ষোভ নিয়ে। রীতিমতো সন্ত্রাস চালানো হয়েছে বলেই দাবি করে সিবিআই। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই হিংসা চলেছে বলে হাইকোর্টে দাবি করেন সলিসিটর জেনারেল।

ধৃত অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে যেভাবে খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজে সিবিআইয়ের আঞ্চলিক দফতরে গিয়ে 'হুমকি দিয়েছিলেন', তাতে প্রতিবাদ ও প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। ওই দিন রাজভবনের সামনেও তৃণমূলের পতাকা নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় জনতা। এতে ক্ষিপ্ত রাজ্যপাল কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে লিখিতভাবে বিশদ জানতে চেয়েছেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে

একদিকে যখন হাইকোর্টের সওয়াল-জবাব চলছে, ঠিক তখনই নিজাম প্যালেসের বাইরে হিংসা ছড়ানো ও অবৈধ জমায়াতের অভিযোগে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হল। প্রসঙ্গত, বুধবার সিবিআই-এর বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় এফআইআর দায়ের করেন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

একদিনে করোনা আক্রান্ত ১৯,০০৬

কলকাতা,১৯ মে (হি স): অদৃশ্য ভাইরাস করোনা আতঙ্কে নাজেহাল রাজ্যবাসী। আতঙ্কের মাঝেই গতকালের তুলনায় কিছুটা কমলো আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু অন্যদিকে আতঙ্ক দিচ্ছে মৃতের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১৯,০০৬। পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ১৫৭ জনের। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,০০৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১১,৯০,৮৬৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৫৭ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩,৭৩৩। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৯,১৫১। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১০,৪৫,৬৪৩। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৭.৮১ শতাংশ।

অক্সিজেনের অভাব মেটানো সহ কয়েকটি সিদ্ধান্ত রাজ্য ক্যাবিনেটের, দেবজিৎ শইকিয়া অসমের নয়া অ্যাডভোটেক জেনারেল

গুয়াহাটি, ১৯ মে (হি.স.) : অসেম অক্সিজেনের অভাব মেটাতে রাজ্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অক্সিজেনের অভাবে করোনা পরিস্থিতি দিল্লির মতো যাতে সৃষ্টি না হয় তার প্রতি নজর রেখে রাজ্য সরকার আজ অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠক স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে বহু গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া রাজ্যের নয়া অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে বিশিষ্ট আইনজীবী দেবজিৎ শইকিয়কে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকের ক্যাবিনেট বৈঠক। কেবল তা-ই নয়, রাজ্যের স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইও)-দের ক্যাবিনেট পদমর্যাদা প্রদান করতেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় ক্যাবিনেট বৈঠক। বৈঠকে রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেট। সে অনুযায়ী ভবিষ্যতে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অক্সিজেনের যাতে অভাব না হয় সেজন্য অক্সিজেন উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নতুন করে স্থাপিত অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগে ১০০ শতাংশ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া বন্ধ অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগগুলিকে পুনরায় চালু করলে তাদেরও বিনামূল্যে ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ দেবে সরকার। কেবল তা-ই নয়, বর্তমানে চলমান এ ধরনের উদ্যোগকে সম্প্রসারণ করলেও ১০০ শতাংশ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সচল এমন অক্সিজেন উৎপাদন উদ্যোগগুলিকে ২০ শতাংশ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি চলতি বছরের (২০২১) ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে, তবে অর্থবর্ষ হিসেবে ১ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত তা প্রযোজ্য হবে। প্রসঙ্গত, গত দুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার অসমকে প্রতি দিন বহু টন অক্সিজেন সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে এ মুহূর্তে অসমে উৎপাদিত অক্সিজেন নিজদের চাহিদা পূরণ করেও অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়কে দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, আজকের মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিটিআর-প্রধান, কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (চিফ এগজিকিউটিভ সদস্য সংক্ষেপে সিইও)-দের ক্যাবিনেট পদমর্যাদা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বিশিষ্ট আইনজীবী দেবজিৎ শইকিয়াকে অসমের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করতে ক্যাবিনেট সিলমোহর মেরেছে। প্রসঙ্গত নবনিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবজিৎ শইকিয়া প্রাক্তন রঞ্জিট্রফি খেলোয়াড় এবং দক্ষ প্রশাসক। ২০২০ সালে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ভারত-শ্রীলঙ্কা টি-২০ খেলা বৃষ্টির দরুন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন স্টেডিয়ামের ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকরা ভিজে পিচ শুকিয়ে তুলতে তাঁদের মোবাই ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়েছিলেন। সেদিনের ওই ঘটনার জন্য সংবাদ শিরোনাম দখল করেছিলেন এই আইনজীবী দেবজিৎ শইকিয়া। শইকিয়া তখন আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিমন্তবিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভা। এখন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ ইনচার্জ মন্ত্রীদের দায়িত্ব সংবলিত নাম বদলে করা হয়েছে অভিভাবক মন্ত্রী অর্থাৎ গার্ডিয়ান মিনিস্টার। ওই সকল গার্ডিয়ান মিনিস্টারদের দুই জেলার দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট দুই জেলায় সরকারি কাজকর্ম অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দেখভাল করবেন।

মিটবে টিকার ঘাটতি, কলকাতায় এসে পৌঁছল ২-লক্ষাধিক কোভিশিল্ড

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): টিকার ঘাটতি ও প্রচুর চাহিদার মধ্যেই, পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছল ২-লক্ষাধিক কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন। মহারাষ্ট্রের পুণের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় ২ লক্ষ ১২ হাজার ৪৬০ কোভিশিল্ড টিকা। আশা করা হচ্ছে, এই টিকা আসার ফলে ভ্যাকসিনের ঘাটতি মিটবে এবং টিকাকরণেও গতি আসবে।পশ্চিমবঙ্গে খন ৪৫ উর্ধদের দ্বিতীয় টিকাকরণের পাশাপাশি ১৮-৪৪ বছরের টিকা দেওয়ার কর্মসূচি চলছে। এর আগেও টিকাকরণের জন্য কোভ্যাক্সিন ও কোভিশিল্ড টিকা এসেছিল এক দফায়। বুধবার দ্বিতীয় দফায় টিকা এল রাজ্যে। তবে এই দ্বিতীয় দফার টিকা কেন্দ্র সরবরাহ করেনি। পুণের সেরাম ইনস্টিটিটিউটের কাছ থেকে সরাসরি রাজ্যই কিনেছে।

নিজের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চালু করলেন পরিচালক রাম গোপাল বর্মা

মুম্বাই, ১৯ মে (হি. স.) : এবার নিজের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চালু করলেন পরিচালক রাম গোপাল বর্মা। নাম রাখলেন "স্পার্ক ওটিটি"।

সম্প্রতি এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং শুরু হল পরিচালকের নিজস্ব ছবি "ডি কোম্পানি"য়ের মধ্যে দিয়ে। ছবিতে মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন অশ্বথ কান্থ, প্রণয় দীক্ষিত, নয়না গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। "ডি কোম্পানি"-র গল্পকার এবং পরিচালনার এই দুইয়েরই দায়িত্বে রয়েছেন রাম গোপাল বর্মা। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানিয়েছেন, "প্রথমত ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সুবাদে "প্রেক্ষাগৃহ" আপনার কাছে আসছে, আপনাকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, আপনি যখন খুশি এবং যতবার খুশি একটি ছবি ওটিটি-তে দেখতে পারেন। পাশাপাশি ওটিটি-তে কোনও ছবি দেখা শুরু করার ১০ মিনিটের মধ্যে যদি আপনার তা ভালো না লাগে আপনি তখন অন্য কোনও ছবি দেখতে শুরু করে দেবেন। সময়টা আপনার কাজে লাগবে, বেঁচেও যাবে। সেখানে যদি প্রেক্ষাগৃহে টিকিট কেটে ছবি দেখতে যান আর একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তাহলে ছবিটিকে মনে মনে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছু আপনার করণীয় থাকবে না।" হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এবার শুভেন্দু, কাকলি, সৌগতদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে উদ্যোগী সিবিআই

কলকাতা, ১৯ মে (হি স। শুভেন্দু অধিকারী, কাকলি ঘোষদস্তিদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করতে চাই সিবিআই। তার জন্য ফের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। একদিকে হাইকোর্টে চলছে নারদ শুনানি। রাজ্যের ৪ হেভিওয়েট মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতারা জামিন পাবেন নাকি সিবিআই মামলাটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তা অবশ্য বুধবার জানা যায়নি। অন্যদিকে নারদকাণ্ডে জড়িত তৎকালীন তৃণমূল সাংসদদের বিরুদ্ধেও চার্জশিট দিতে চাইছে সিবিআই। এ নিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে ফের একবার চিঠি পাঠাচ্ছে সিবিআই। এর আগে মূল চিঠিটি পাঠিয়েছিল ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে। উত্তর না আসায় আরও তিনবার রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ, এই প্রথম নয়, ২০১৯-এর পর থেকে এই নিয়ে মোট চারবার লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠাবে সিবিআই। এর আগে নারদকাণ্ডে ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের জন্য অনুমতি চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিল সিবিআই। অনুমতিও দেন রাজ্যপাল। এ বিষয়ে সিবিআই জানায়, দুর্নীতিদমন আইনের ১৯ নম্বর ধারায় রয়েছে, পাবলিক সার্ভেন্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে গেলে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। যদিও রাজ্যের তরফে দাবি করা হচ্ছে, কোন বিধায়ককে গ্রেফতার করতে গেলে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চাইতে হয়। সেই অনুমতি চাওয়া হয়নি। গ্রেফতারির পরেরদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে নোটিশ পাঠিয়ে অবগত করে সিবিআই।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা রাজস্থান সরকারের

জয়পুর, ১৯ মে (হি. স.) : রাজ্যজুড়ে থাবা বসিয়েছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই রাজস্থানে একশো জনের শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা উকোরমাইকোসিসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পরিস্থিতির যাতে আর অবনতি না হয়, তার জন্য বুধবার 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস'কে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজস্থান সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রঘু শর্মা জানিয়েছেন, 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমিতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জয়পুরের সোয়াই মান সিং হাসপাতালে বিশেষ ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য দ্রুত ২,৫০০ ডোজ প্রতিষেধক ক্রয় করা হচ্ছে।' মূলত যারা করোনাভাইরাসের সঙ্গে জীবনমরণের লড়াই চালিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের শরীরে থাবা বসাচ্ছে এই নয়া ভাইরাস। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, মধুমেহ সহ নানা জটিল রোগে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের শরীরেই থাবা বসাচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে একশো জনের শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যদিও ছোঁয়াচে রোগ না হওয়া সত্বেও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে নয়া সংক্রমণকে 'মহামারী' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে রাজস্থান সরকারের পক্ষ থেকে। শুধু রাজস্থানেই নয়, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি সহ দেশের একাধিক রাজ্যে থাবা বসিয়েছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনা কারফিউতে রাজধানী আগরতা শহরে পুলিশের কঠোর নজরদারী। ছবি নিজস্ব।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত মহারাষ্ট্রে না আসায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তোপ শিব সেনার, পালটা জবাব বিজেপির

মুম্বই, ১৯ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় তখতের দাপটে বিধ্বস্ত মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চল। বুধবার আকাশপথে গুজরাটের বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তাঁর সেই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াল শিব সেনা ও বিজেপি।

বুধবার সকালে ভাবনগর থেকে আকাশপথে রাজ্যের দুর্যোগ কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানা গিয়েছে, এরপর পরে দিউ-এর পরিস্থিতি পরিদর্শনেও যান তিনি। কিন্তু মহারাষ্ট্রে আসেননি তিনি। প্রসঙ্গত, গুজরাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ত্রাণকার্যের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা অনুদানও ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রে না এসে গুজরাটের পরিস্থিতি পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন শিব সেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেন, যেহেতু গুজরাটের প্রশাসন দুর্বল, তাই প্রধানমন্ত্রী জানেন বিপর্যয় সামলানোর যোগ্যতা তাদের নেই। তাই ওখানে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্ব এতই শক্তিশালী, প্রধানমন্ত্রীকেও এই রাজ্যের বিপর্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয় না।

সঞ্জয়ের এই খোঁচার পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। বিজেপির দাবি, একবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বেরিয়ে দুর্যোগের কবলে পড়া মানুষদের সাহায্য করুক মহারাষ্ট্র সরকার। বিজেপি নেতা রাম কদম অভিযোগে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূল ঘূর্ণিঝড় তখতের আঘাতে বিপর্যস্ত। তবুও সেরাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে সেখানে পরিদর্শনে যেতে দেখা যায়নি। অথচ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সেখানে গিয়েছিলন পরিদর্শনে।

বুধবার সকালে ভারতীয় নৌসেনা আরব সাগরে ভাসমান ১৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ২২-এ। সোমবার রাতেই গত কয়েক দশকের মধ্যে সব থেকে বড় সাইক্লোন তখতে গুজরাট উপকূলে ঘণ্টায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ে। তওকতের প্রভাবে প্রচুর বাড়ি ভেঙে পড়েছে। উপড়ে গিয়েছে প্রচুর গাছও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নাটকীয় মোড়, নারদ মামলায় মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকে যুক্ত করল সিবিআই

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : নারদ মামলায় ফের নাটকীয় মোড়। এবার এই মামলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পক্ষ করল সিবিআই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নারদ মামলার শুনানির পরিবেশ এ রাজ্যে নেই। সিবিআইয়ের উপর বিভিন্নভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তদন্তকারীরা। নারদ কাণ্ডের শুনানি অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হোক, এই দাবি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই মামলার অন্যতম পক্ষ করা হল মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকে। বুধবার এই মর্মে সিবিআইয়ের তরফে তাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ধৃত চার ওজনদার নেতা অর্থাৎ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের শুনানির দিন নিজাম প্যালেসে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির ছিলেন। ওদিকে আদালতে বসেছিলেন আইনমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রী। এই পরিস্থিতি 'চাপ' তৈরি করছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। তাই তাঁরা মামলা অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান। সোমবারই এই মর্মে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করে সিবিআই। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বাকিদের এই মামলায় যুক্ত না করা হলে সিবিআইয়ের দাবির ভিত্তি থাকত না। তাই এই পদক্ষেপ।

ডাঃ নারায়ণ দাসের প্রয়াণে শোক ডক্টরস এসোসিয়েশনের

আগরতলা, ১৯ মে।। অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন (এটিজিডিএ), ডাঃ নারায়ণ দাসের অকাল প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। গতকাল ভোর ৫.২০ মিনিটে আগরতলা গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ব্লকে তিনি মাত্র ৪৬ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ত্রিপুরা হেলথসার্ভিস এ কর্মরত ছিলেন। উদয়পুরের একজন সজ্জন ব্যাক্তি, খোলামেলা মনের মানুষ। নারায়ণ দাস ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক। এই ক্ষতি গোটা রাজ্যের জন্য অপুরনীয়। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন সামনের সারির যোদ্ধা। ডাঃ নারায়ণ দাসের পরিবারের সবাইকে এটিজিডিএ পরিবার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ও এই সুপরিচিত চিকিৎসকের মৃত্যুতে,সংগঠন স্বজন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। এসোসিয়েশনের তরফে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নাইট কারফিউতে অসহায় জননী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে।। নাইট কারফিউর প্রথম দিনে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার গুলি ছিল রাজ্য সরকারের নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করে প্রতিদিনের মতো খোলা খোলা ছিল। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার গুলিতে দেখা যায় ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড়। পুলিশের টহলদারি হচ্ছিল আংশিক। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বাজার গুলির মধ্যে তৃষা বাড়ি বাজার, চাকমাঘাট বাজার,তুইচিনদ্রাই বাজার হাওয়াই বারি বাজার মাই গঙ্গা বাজার সহ বিভিন্ন বাজাচ্ছিল প্রতিদিনের মত খোলা। যদিও সন্ধ্যার দীর্ঘ প্রায় ৪০ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বিভিন্ন বাজারগুলিতে টহলদারি চালিয়েছে।তেলিয়ামুড়া মহাকুমার প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবারের রাজ্যজুড়ে প্রথম দিনের নাইট কারফিউর বিষয়ে মানুষ গ্রাম্য গ্রামীণ এলাকার মানুষদের তেমন ভাবে না জানতে পারায় অনেক যাত্রী ঘরে পৌঁছাতে পারেনি। এমনই এক অদ্ভুত দৃশ্য উঠে রইলো তেলিয়ামুড়া শহরের।কান্নার রোল ঝরিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে এক উপজাতির রমণী কাকুতি মিনতি জানিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি কেউ। ফলে থানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আখি ভরা কান্না নিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে। কারন একটি মহাকুমার প্রশাসন থেকে সেরকম সচেতনামূলক কর্মসূচি না গ্রহণ করার ফলে দুই সন্তানের হাত ধরে মা বসে রয়েছে। কখন কেউ একটু হাত বাড়িয়ে দেবে কিনা। ঘটনার তেলিয়ামুড়া শহরে।

সন্ধ্যা আনুমানিক সাতটা নাগাদ। বাপের বাড়ি থেকে শশুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা দেয় জারুইলং বাড়ি এলাকার মেয়ে রতন মালা দেববর্মা। শেষ ছটায় দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার জন্য তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর অটো স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছায়। সেই স্ট্যান্ড থেকে তার স্বামীর ঘরে যাবে। স্বামীর বাড়ি তেলিয়ামুড়া থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দূরে হদ্রাই এলাকায়।আর সে সময় তেলিয়ামুড়া শহর নাইট কার্ফু পড়ে যায়। না ছিল কোন যান বাহন। ফলে গুটিগুটি পায়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় দ্বারস্থ হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো থানার গাড়ি দিয়ে একটি বারের জন্য পৌঁছে দিতে যায়নি কেউ। বর্তমানে থানার সামনে বসে রয়েছি সেই দুই সন্তানকে নিয়ে মা। এদিকে যদিও কয়েকজন টি এস আর জোয়ান ই-রিক্সা দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া ব্যবস্থা করে থাকলেও নিরাপত্তা না থাকায় ই-রিক্সা যায়নি দুই সন্তানদের নিয়ে উপজাতি রমণী।

সাব্রুম

● প্রথম পাতার পর

অনুমোদন হয়ে যায়। এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিক রয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তাদের অধিকৃত জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি টাকাও সরকারের কাছ থেকে পাননি। এব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্তরা সাবরুম মহাকুমা শাসক কার্যালয় ও দক্ষিণ জেলা আধিকারিক কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও ক্ষতিপূরণের টাকা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কোন সদোত্তর পাচ্ছেন না। তাদেরকে বলা হচ্ছে অতিসত্বরই তারা তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে যাবেন। কিন্তু তিন বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন।

কিন্তু সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় তারা তাদের বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না। বর্তমানে তারা সরকারের নিকট অতিসত্বর যাতে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পান সে ব্যাপারে আবেদন করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই বলছেন যে তিন বৎসর আগে জায়গার দাম সরকার যে হারে নির্ধারিত করেছিল সে ক্ষতিপূরণ দিয়ে বর্তমানে অন্যত্র বাড়িঘর নতুন করে করা একপ্রকার প্রায় অসম্ভব। কারণ বর্তমানে অন্যত্র জায়গার দাম অনেক বেড়ে গেছে।এখন দেখার বিষয় সরকারি দপ্তরের গেরুয়া ফিতার বাধন মুক্ত হয়ে কবে নাগাদ ক্ষতিগ্রস্ত এই ১৪৪ টি পরিবার তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন?

লক্ষাধিক

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ২,৬৭,৩৩৪ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪,৯৬,৩৩০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪,৫২৯ হাজার জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৩,২৪৮ জন (১.১১ শতাংশ)। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩২ লক্ষ ২৬ হাজার ৭১৯ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৫১ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,১৯,৮৬,৩৬৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৬.২৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮ কোটি ৫৮ লক্ষ ০৯ হাজার ৩০২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৩,১২,১৫৫ জনকে।

টাকারজলায়

● প্রথম পাতার পর

তিনি স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে এ-বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, এমন অরাজকতা জীবনে কখনো দেখিনি। জনপ্রতিনিধিদের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করার ঘটনা নজিরবিহীন। দলীয় স্তরে বৈঠক করে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে মহকুমার আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ জানান, এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় রীতিমতো জঙ্গল রাজ কায়েম হয়েছে। সাধারণ মানুষের ওপর হামলা হুজ্জুতি, বাড়িঘর ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, লুটপাট ইত্যাদি চলছে। এমনকি সরকারি কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ঠিকাদাররা ভয়ে কাজ করতে চাইছেন না। তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবী করা হচ্ছে। আইপিএফটি নেতৃবৃন্দের অভিযোগ মন্ত্রীর বৈঠক চলাকালীন বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং এলাকায় অরাজকতা সৃষ্টি করেছে তিপ্রা মথা-র সমর্থকরা। তারা একসময় এলাকার সিপিএমের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তিপ্রার ঝান্ডা হাতে নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তবে টাকারজলায় আইপিএফটি সুপ্রিমো এনসি দেববর্মা জনশক্তি যে হ্রাস পেয়েছে তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। একসময় এনসি দেববর্মা টাকারজলায় পদার্পণ করলে কয়েক হাজার যুবক রাস্তায় নামতেন। কিন্তু আজ গোটা পঞ্চাশ লোক কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও পাল্টা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিলনা আইপিএফটি কর্মী-সমর্থকদের। বরং মন্ত্রী বৈঠক বাতিল করে আগরতলায় ফিরে গেছেন।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

লাইনের দ্বারস্থ হয়। ধর্মনগর চাইল্ড লাইনের তরফে অভিযোগ জানানো হয় ধর্মনগর মহিলা থানায় গত ৪-৩-২১ তারিখে।

ধর্মনগর মহিলা থানায় মামলা রজু হয়। মামলা নম্বর ১৩/২১। মালা হয় আইপিএসরি ধারা ৩৭৬, ৩৪ এবং ৪ অফ পক্সো। চাইল্ড লাইনের অভিযোগমুলে সাথে সাথে মহিলা থানার পুলিশ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সমীর নাহাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে সোপর্দ করে। পুলিশ তদন্ত জারি রাখে। অবশেষে ২ মাস পর নাবালিকার জবানবন্দী এবং তদন্তের উপর ভিত্তি করে আজ নাবালিকার জন্মদাত্রী মা এবং বড় বোনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ। প্রধান অভিযুক্ত সমীর নাহা বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়ের এক অনন্য নজির এই ঘটনা। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

ভ্যাকসিন কমছে, কোভিড মৃত্যু বেড়েই চলেছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.): কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভারতে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, 'ভ্যাকসিন কমেই চলেছে, কোভিড মৃত্যু বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হল-মিথ্যের প্রচার, তথ্য লুকানো।' দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে সর্বকালীন রেকর্ড গ্রেই চলেছে ভারত, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,৫২৯ জন রোগীর। সবমিলিয়ে ভারতে মোট ২,৮৩,২৪৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কোভিডে মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন রাহুল বুধবার সকালে টুইট করে লিখেছেন, 'ভ্যাকসিন কমেই চলেছে ও কোভিড মৃত্যু বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-মনোযোগ নষ্ট করা, মিথ্যের প্রচার, চিৎকার করে তথ্য লুকানো।'

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও রাজ্য সরকার এ ডি সি এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করছে। এই সমস্ত প্রকল্পের সুফলগুলি এ ডি সি এলাকার জনগণ যাতে আরও বেশি করে লাভ করতে পারে তারজন্য নবনির্বাচিত এম ডি সি'দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পগুলি বেশী করে জনগণের নিকট প্রচারে নিয়ে যেতে এম ডি সি'দের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে এম ডি সি-দের জনগণের প্রতি সবসময় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। ধৈর্য্য সহকারে জনগণের সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই জনগণের মধ্যে তার একটা স্বচ্ছ ইমেজ তৈরী হবে যা একজন জনপ্রতিনিধির বড় উপহার। নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ ও বি এস সি'র চেয়ারম্যানদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য এম ডি সি-দের পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সম্পতি 'জাগরুত ত্রিপুরা' নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোন সুবিধাভোগী তার যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা লাভ করতে পারবেন। রাজ্যের জনকল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত এই অনলাইন পরিষেবাটির গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এ ডি সি এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচারের দায়িত্ব নিতে হবে এম ডি সি'দের।

পাশাপাশি জনকল্যাণে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সে সম্পর্কে এম ডি সি-দের সচেতন থাকার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, তবেই সেই প্রকল্পগুলির সুবিধা জনগণের মধ্যে সহজে পৌঁছানো সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ডি সি এলাকায় গ্রামোন্নয়ন, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, বিদ্যৎ, স্বাস্থ্য, পূর্ত ইত্যাদি দপ্তর যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ করছে তা সময়ে সময়ে তদারকি করতে হবে এম ডি সি-দের। প্রতিটি প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে এম ডি সি-দের নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের আলোচনায় এম ডি সি স্বপা রাণী দাস, এম ডি সি ভূমিকানন্দ রিয়াং, এম ডি সি স'য় দাস, এম ডি সি স'ীব রিয়াং, এম ডি সি শৈলেন্দ্র নাথ, এম ডি সি হংস কুমার ত্রিপুরা, এম ডি সি সমাট জমাতিয়া, এম ডি সি পদ্মলোচন ত্রিপুরা এবং এম ডি সি কংজাউং মগ অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। আলোচনার সময় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, শিল্প দপ্তরের সচিব ড: প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

লেকচারার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ককবরক ভাষা নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন এমন ২২৪ জন আছেন। তাই, ২২টি ডিগ্রি কলেজে ককবরক বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগে সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই ৪০টি বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, টেট-উত্তীর্ণ ৪৮৭ জন স্নাতক শিক্ষক এবং ১৯৮ জন অস্নাতক শিক্ষককে পোস্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে শিক্ষকরা গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারেন। এই কল ৪৮৭ জন স্নাতক শিক্ষকের মধ্যে অ্যাশপিরেশন্যাল ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১৩৭ জনকে পোস্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাকিদের বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয়গুলিতে পোস্টিং দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ১৯৮ জন অস্নাতক শিক্ষককের মধ্যে ৯২ জনকে রাজ্যের বিভিন্ন অ্যাশপিরেশন্যাল ব্লকে এবং বাকিদের রাজ্যের অন্যান্য জেলার বিদ্যালয়গুলিতে পোস্টিং দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, আরও স্নাতক এবং অস্নাতক শিক্ষক মিলিয়ে ৫৪৩ জনের পোস্টিংও তৈরি রয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এককালীন ছাড় নিয়ে যাঁরা টেট পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরা ট্রেনি শিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। যাঁদের বিএড বা ডিএল.এড রয়েছে তাঁদের পোস্টিঙের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে যাঁদের বিএড এবং ডিএল.এড নেই তাঁদের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার এনসিটি-র কাছে পোস্টিঙের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছে। অনুমতি পেলেই তাঁদের পোস্টিং দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে তাঁদের পোস্টিং রাজ্যের চারটি ডায়েট কলেজের আশপাশের বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হবে যাতে তাঁরা শিক্ষকতার পাশাপাশি এই কোর্সগুলি করার সুবিধা পেতে পারেন।

রেলে

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহটি রেললাইন থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একদিনে

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৯৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ১০৫ জন, গোমতি জেলায় ৪০ জন, ধলাই জেলায় ৩০ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১০৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০৫ জন, উনকোটি জেলায় ৭৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮৫৩ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭,৪৩৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার ৭.০৯ শতাংশ। এছাড়া, সুস্থ হয়েছেন ২,৭২০ জন এবং মারা গেছেন ৫২ জন। সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৯২৪ জন। তিনি জানান, সক্রিয় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৭১৩ জন হাসপাতাল এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকি ৫,২১১ জন বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন।

কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত হো চি মিয়ান এর জন্মদিন পালন করলে ত্রিপুরা সিপিএম নেতৃত্ব। বুধবার আগরতলায় তো নিজস্ব ছবি।

ক্রীড়াঙ্গন

ঘটনাচক্রে এই বড় অংশে নাম লেখালেন সেরিনা উইলিয়ামসও

নয়াদিল্লী, ১৯ মে ।।পুরুষদের টেনিসে সর্বকালের সেরা কে? থামার নয় বিতর্ক! ভক্ত ও পণ্ডিতদের একটা বড় অংশ বেছে নেন, রজার ফেডেরারকে। ঘটনাচক্রে এই বড় অংশে নাম লেখালেন সেরিনা উইলিয়ামসও। ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী কিংবদন্তি পরিষ্কার বলে দিলেন, এ ব্যাপারে তাঁর ভোটটা ফেডেরারই পাবেন।যদিও মঙ্গলবারটা কারও জন্যই ভাল গেল না। ফেডেরার, সেরিনা দু'জনই হেরে গেলেন দুই অচেনা খেলোয়াড়ের কাছে। সুইস মহাতারকা জেনিভা ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হারলেন পাবলো আন্দুজার কাছে। ফল ৪-৬, ৬-৪, ৪-৬। প্রায় দু'বছর পরে ফেডেরার ক্লে কোর্টে প্রথম ম্যাচ খেললেন। তা ছাড়া ২০২০-এর অস্ট্রেলীয় ওপেনের পরে এটাই ছিল তাঁর প্রথম প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি ইটালির পারমায় 'এমিলিয়া-রোমাগনা' ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেরিনাকে স্ট্রেট

সেটে হারিয়ে দিলেন ক্যাটেরিনা সিনিয়াকোভা। চেক প্রজাতন্ত্রের তরুণী জিতলেন ৭-৬, ৬-২ সেটে।রাফায়েল নাদাল গত অক্টোবরে রোলঁ গারোজে জেতেন তাঁর ১৩ নম্বর খেতাব। একই সঙ্গে ফেডেরারের সর্বাধিক ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির স্পর্শ করেন। টেনিসে 'বিগ থ্রি'-র মধ্যে বয়স সব চেয়ে কম নোভাক জোকোভিচের। তিনি জিতেছেন ১৮টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম। নোভাকের বয়স ৩৩। রাফা ৩৪। সব চেয়ে বয়স্ক রজার। ৩৯। 'সর্বকালের সেরা কে' বিতর্কটা এই তিন জনের মধ্যেই ঘোরেফেরা করে। ফেডেরার জানেন, আর একটা কী দু'টো গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে নেওয়াটা তাঁর টেনিস জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি। তা হলে নাদাল, নোভাকদের কাজটা কঠিন হবে। সর্বকালের সেরা কে বিতর্কেও এগিয়ে থাকবেন সুইৎজারল্যান্ডের তারকা। যিনি হাঁটুতে দু'বার অস্ত্রোপচার করানোয় প্রায় এক বছর কোর্টের বাইরে ছিলেন। এবং চোট সারিয়ে ফিরে এখন উইম্বলডনকেই পাখির চোখ করছেন। জেনিভায় শুরুতেই বিদায় নিলেও তিনি খেলবেন ফরাসি ওপেনে। রাখঢাক না করে বলেছেন, প্যারিসে খেলবেন উইম্বলডনের জন্যই তৈরি হতে। এমিলিয়া-রোমাগনা ওপেন খেলতে আসা সেরিনা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রজারকে। সর্বকালের সেরা কে, প্রশ্নের সামনে মার্কিন কিংবদন্তির চটজলদি জবাব, "আমার মনে এর উত্তর শুধুই দু'টো শব্দ: রজার ফেডেরার। যোগ করেছেন, "অসাধারণত্বের সংক্ষিপ্তসার বলতে যা বোঝায়, রজার হচ্ছে ঠিক সেটাই। কী বলব ওর সম্পর্কে? ও হচ্ছে সত্যিকারের উচ্চবর্গের কেউ। একইসঙ্গে বিস্ময়। একাই টেনিস খেলাটা বদলে দিয়েছে।" যোগ করেন, "চোখ খোলা রাখলেই বোঝা যাবে, অন্য সবাই ওকে অনুসরণ করে। রজারের মতো খেলে, কোর্টে নড়াচড়াও আসলে ওর নকল! রজারের টেকনিকই রপ্ত করছে অন্যরা। আমি তো ওকে বিস্ময়-প্রতিভা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারি না।

এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার লক্ষ্যে রাতে কাতার উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দল

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : আজ বুধবার রাতে কাতার উড়ে যাচ্ছে ২৮ সদস্যের ভারতীয় ফুটবল দল। দলকে এএফসি এশিয়ান কাপে নিয়ে যেতে মরিয়া অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। সেটা জানিয়েও দিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৭২টি গোল করা এই স্ট্রাইকার। ২০২২-র বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ নেই। তবে ২০২৩ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ খেলার লক্ষ্য নিয়ে এগতে চাইছেন সুনীলরা।

এদিন রাতে নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে দোহা উড়ে যাওয়ার আগে পুরো ভারতীয় দল গত ১৫ মে থেকে নিভৃতবাসে ছিল। সবার কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পরে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছেন মুখ্য প্রশিক্ষক ইগর স্তিমাচ। ২০২৩ সালে চিনে আয়োজিত হবে এএফসি এশিয়ান কাপ। এই তিন ম্যাচে ভাল ফল করলে ভারতীয় দল সেই প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পাবে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের বাকি তিন ম্যাচ কাতার (৩ জুন), বাংলাদেশ (৭ জুন) ও আফগানিস্তান (১৫ জুন)-র বিরুদ্ধে।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার জন্য ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচ খেলতে পারেননি ৩৬ বছরের সুনীল। তবে সুনীল ইতিবাচক মানসিকতা রাখলেও ইগরের চিন্তা কিন্তু কমছে না। তিনি বলেন, "খুব কঠিন সময়ের মধ্যে আমাদের ফুটবল ফিরতে চলেছে। কলকাতায় প্রস্তুতি শিবির আয়োজনের কথা থাকলেও করোনার জন্য সেটা বাতিল করতে হয়। এমনকি ভাইরাসের প্রকোপের জন্য আরও অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে।"

এক নজরে ২৮ সদস্যের ভারতীয় দল

গোল রক্ষক: গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, অমরিন্দর সিংহ, ধীরজ সিংহ

রক্ষণ: প্রীতম কোটাল, রাহুল ভেকে, নরেন্দ্র গেহলোট, চিংলেনসানা সিং, সন্দেশ জিঙ্গন, আদিল খান, আকাশ মিশ্র, শুভাশিস বসু

মাঝমাঠ: উদান্তা সিংহ, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, লিস্টন কোলাকো, রাওলিন বর্জেস, গ্লেন মার্টিন্স, অনিরুদ্ধ থাপা, প্রণয় হালদার, লালেংমাউইয়া রালতে, আব্দুল সাহাল, ইয়াসির মহম্মদ, লাললিয়ানজুয়ালা ছাংতে, বিপিন সিং, আশিক কুরিয়ান

আক্রমণ: ইশাণ পন্ডিতা, সুনীল ছেত্রী, মনবীর সিং

ছ'বছর পরে আবার ফ্রান্স দলের জার্সিতে মাঠে ফিরছেন বেঞ্জেমা

নয়াদিল্লী, ১৯ মে ।। ছ'বছর পরে আবার ফ্রান্স দলের জার্সিতে মাঠে ফিরছেন করিম বেঞ্জেমা। মঙ্গলবার আসন্ন ইউরো কাপের জন্য ২৬ জনের নাম ঘোষণা করেছেন ফ্রান্স দলের ম্যানেজার দিদিয়ে দেশাঁ। সেই তালিকায় রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ তারকার নামও।২০১৫ সালে মহিলা সংক্রান্ত এক বিতর্কে সতীর্থ ম্যাথু ভালবুয়েনার সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ার পরেই জাতীয় দল থেকে বেঞ্জেমাকে ছেঁটে ফেলা হয়। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক দেশাঁও ৩৩ বছরের তারকাকে দলে ফেরাতে মোটেও রাজি ছিলেন না। তবে এ বার আমূল পাল্টে গিয়েছে প্রেক্ষিত। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চলতি মরসুমে সমস্ত প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইতিমধ্যে ৪৫ ম্যাচে ২৯ গোল করে ফেলেছেন বেঞ্জেমা। ফলে দেশাঁ আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন। দল ঘোষণার পরে তিনি বলেছেন, "প্রথম একাদশে জায়গা করে নিতে হলে সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই সকলকে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। বেঞ্জেমা আসায় দলের শক্তি অনেকটাই বাড়ল।"বেঞ্জেমা জাতীয় দলে ফেরায় ফ্রান্সের আক্রমণভাগ যে শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে, তা মেনে নিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কিলিয়ান এমবাপে, আঁতোয়া গ্রিজম্যান, অলিভিয়ের জিহু, অ্যান্থনি মার্সিয়াল, কিংসলে কোমানের সঙ্গে বেঞ্জেমার অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে দলকে অনেক বেশি সুসংহত করে দিয়েছে। দেশাঁ বলেছেন, "গত চার বছরে ফরাসি ফুটবল ধীরে ধীরে নিজের জায়গা আবার ফিরে পেয়েছে। ইউরো কাপেও আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে।" তবে এও যোগ করেছেন, "শুধু বেঞ্জেমা নয়, এই দলে আরও

অনেক ভাল স্ট্রাইকারও রয়েছে। দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে হলে সকলকেই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।" গ্রুপ 'এফ'-এ ফ্রান্সের সঙ্গে রয়েছে ম্যানুয়েল নয়্যারদের জার্মানি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের পর্তুগাল এবং হাঙ্গেরি ইব্রার পরিবর্তে লারসেন:

হাঁটুতে চোটের কারণে ইউরো কাপে খেলা হচ্ছে না সুইডেনের প্রধান তারকা জাটান ইব্রাহিমোভিচের। তাঁর পরিবর্তে সুইডেন দলে ডাক পেলেন প্রাক্তন তারকা হেনরিক লারসেনের পুত্র জর্ডান

অ্যাশেজের আগে আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলবে অজিরা

সিডনি, ১৯ মে (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে গত বছর স্থগিত হওয়া টেস্ট এবছর খেলার সুযোগ পাচ্ছে আফগানিস্তান। আগামী নভেম্বরে অ্যাশেজ সিরিজের আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এরপর তারা খেলবে পাঁচ টেস্ট ম্যাচের অ্যাশেজ সিরিজ।

বুধবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে অ্যাশেজ সিরিজের সূচির পাশাপাশি আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচেরও সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। অধিনায়ক টিম পেইন নিজের ঘরের মাঠে প্রথমবার নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন অস্ট্রেলিয়াকে।

অক্টোবর-নভেম্বরে টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক মরশুম শুরু হচ্ছে বেশ দেরিতে।

ধোনির সেই ম্যাচ জেতানো ছয় এখনও বিস্মিত করে ইংল্যান্ডের বাটলারকে

নয়াদিল্লী, ১৯ মে ।।ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের দশ বছর পেরিয়ে গেলেও মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সেই ম্যাচ জেতানো ছয় এখনও বিস্মিত করে ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জস বাটলারকে। ইংল্যান্ড তারকা বরাবরই প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ভক্ত। তাঁর শান্ত মেজাজ, দায়িত্ব নিয়ে ম্যাচ জেতানোর দক্ষতাকে কুর্নিশ জানান বাটলার। দশ বছর পেরিয়ে গেলেও ভুলতে পারেননি ধোনির সেই ম্যাচ জেতানোর মুহূর্ত। যত বার দেখেন, তত বার বিস্মিত হন তিনি।বাটলার আরও অবাক হয়েছিলেন, বিশ্বকাপ জেতানোর পরেও ধোনির মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস দেখতে না পেয়ে। তিনি ভাবতেই পারেন না, কী করে সব চেয়ে বড় প্রতিযোগিতা জেতার পরে এতটা শান্ত থাকতে পারেন কোনও মানুষ? এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মঙ্গলবার বাটলার বলেছেন, "ধোনি যে ছয় মেরে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিল, তা এখনও দেখে বিস্মিত হই। এখনও মনে আছে, ছয় মারার পরে ব্যাটটি ঘুরিয়ে নীচে নামিয়েছিল। কতটা মাথা ঠান্ডা হলে সেই মুহূর্তে উচ্ছ্বাস ধরে রাখা সম্ভব! তখন থেকেই ধোনিকে

পছন্দ করতে শুরু করে অনেকে। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা মুহূর্ত নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে ধোনির সেই ছয়। আমি মনে করি, এখনও ওর মধ্যে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রয়েছে। ওর ব্যাটিং এখনও উপভোগ করি।"ধোনির খেলা দেখার পরে বাটলারের মনে হত, কেন তাঁর মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস ছিল না? কেনই বা তিনি যে কোনও ধরনের উত্তেজনা প্রশমন করেন? ক্রিকেটের সঙ্গে কি এই আচরণের কোনও যোগসূত্র রয়েছে? নাকি ধোনি বরাবরই এই রকম? তিনি বলেছেন, "ওর বেশ কয়েকটি ইনিংস দেখার পরেই আমার কৌতূহল বাড়তে শুরু করল। কখনওই মাঠে আবেগপ্রবণ হতে দেখিনি। সব সময় ভাবতাম, কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই তো? ধোনিকে দেখলে মনে হত, ক্রিকেটকে কতটা সহজ করে দেখে ও। কিছু নিয়েই অতিরিক্ত চিন্তা করতে দেখতাম না।ব্যাটিংয়ের সঙ্গেই ধোনির কিপিংও মুগ্ধ করে বাটলারকে। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ গতিতে স্টাম্পিংয়ের একাধিক উদাহরণ রেখে গিয়েছেন ধোনি। ক্রিকেট ব্যাকরণ অনুযায়ী কিপিং না করলেও ধোনির নিজস্ব কিছু পদ্ধতি ছিল। যা দেখে অবাক হন বাটলার। বলেছেন, "উইকেটকিপার ধোনির মধ্যে যতটা গতি ছিল, তা বিশ্বের অনেকের মধ্যে দেখিনি। কোচেরা হয়তো বলবে, এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। ধোনিকে অনুকরণ করতেও নিষেধ করতে পারেন। কিন্তু ধোনি নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী কিপিং করত।

ছ'বছর পর ফ্রান্সের জাতীয় দলে ফিরলেন করিম বেনজেমার

প্যারিস, ১৯ মে (হি.স.) : এ মরশুমে ক্লাব ফুটবলে সাফল্য দেখে করিম বেনজেমারকে প্রায় ৬ বছর পর ফ্রান্সের জাতীয় দলে ফেরালেন জাতীয় নির্বাচকরা। আসন্ন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ২৬ জনের স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন রিয়াল মাদ্রিদের এই স্ট্রাইকার। জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু ভালবুয়েনার সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে জাতীয় দল থেকে সেবার বাদ পড়েছিলেন তিনি। ২০১৫ নভেম্বরে যৌন-কেলেঙ্কারির দায়ে বেনজেমাকে জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ফ্রান্সের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। ফলে ২০১৬ ইউরো, ২০১৮ বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে খেলা হয়নি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের। অবশেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের স্কোয়াডে ফের প্রত্যাবর্তন ঘটল লস ব্ল্যাঙ্কোস স্ট্রাইকারের।

পিএসজির কিলিয়ান এমবাপে, বার্সেলনার আতোয়াঁ গ্রিজম্যানদের সঙ্গে বেনজেমার অন্তর্ভুক্তি ইউরোয় ফ্রান্সের আপফ্রন্টকে যে আরও শক্তিশালী করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্কোয়াডে রয়েছেন অলিভিয়ের জিরুঁ, ওসমানে দেম্বেলেরাও। এঁদের মধ্যে তরুণ এমবাপে এবং গ্রিজম্যান আবার রিয়াল তারকার বড় ভক্ত। ২০১৫ অক্টোবরে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে বেনজেমার শেষ ম্যাচে গ্রিজম্যান তাঁর পাশে খেলেছিলেন। কিন্তু এমবাপের এখনও সুযোগ হয়নি বেনজেমার সঙ্গে খেলার।

একনজরে ফ্রান্সের ঘোষিত স্কোয়াড: গোলরক্ষক: হুগো লরিস, স্টিভ ম্যান্দান্দা, মাইক মাইগন্যান

ডিফেন্ডার: লিও ডুবোইস, বেঞ্জামিন পাভার্ড, কার্ট জৌমা, জুলেস কৌন্দে, রাফায়েল ভারানে, ক্লিমেন্ট লেংলেট, প্রিসনেল কিমপেম্বে, লুকাস ডিগনে, লুকাস হার্নান্দেজ।

মিডফিল্ডার: এনগোলো কান্তে, পল পোগবা, আদ্রিয়েন র‍্যাবিয়ট, কোরেন্তিন তোলিসো, মৌসা সিসোকো।

ফরোয়ার্ড: করিম বেনজেমা, অলিভিয়ের জিরুঁ, কিলিয়ান এমবাপে, মার্কাস থুরাম, কিংসলে কোমান, বেন ইয়েদের, আতোয়াঁ গ্রিজম্যান, থমাস লেমার, ওসমানে দেম্বেলে।

এফএ কাপের ফাইনালে হারের বদলা, লেস্টারকে হারিয়ে প্রথম চারে থাকার সম্ভাবনা চেলসির

লন্ডন, ১৯ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার লেস্টার সিটিকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সম্ভাবনা জোরালো করল চেলসি। ঘরের মাঠে লেস্টারকে ২-১ গোলে হারাল থমাস টাচেলের চেলসি। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে দর্শক প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে গোল করে স্মরণীয় রাখলেন অ্যান্তোনিও রুডিগার এবং জর্জিনহো। অথচ গত শনিবার লেস্টার সিটির কাছে হেরে এফএ কাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল চেলসির। এফএ কাপের ফাইনালে হারের বদলা নিয়ে লেস্টারকে টপকে লিগ টেবিলে উঠে আসে ব্লুজ'রা।

করোনার বিধি-নিষেধ শিথিল হয়েছে যুক্তরাজ্য জুড়ে। মঙ্গলবার থেকে শেষ দু'টি রাউন্ডের জন্য দর্শক প্রবেশে অনুমতি মিলেছে। শনিবার ওয়েম্বলিতে টিয়েলম্যানসের গোলে এফএ কাপ হাতছাড়া হয়েছে ব্লুজ'দের। স্বাভাবিকভাবেই এদিন ৮ হাজার দর্শকের সামনে বাড়তি তাগিদ নিয়ে নেমেছিল টাচেলের ছেলেরা। ৩৭ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে টাচেলের দল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৬৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থেকে চারে নেমে গেল লেস্টার।

পাঁচে থাকা লিভারপুল বুধবার জয় পেলে পয়েন্টের নিরিখে ছুঁয়ে ফেলবে লেস্টারকে। আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা-অর্জন করতে গেলে সেক্ষেত্রে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্যাচ কার্যত 'ডু অর ডাই' ভার্ডিদের জন্য।

ইতালিয়ান ওপেনের পর পারমা চ্যালেঞ্জারে স্ট্রেট সেটে হার কিংবদন্তির

নয়াদিল্লী, ১৯ মে ।।ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে ব্যর্থ হয়েই চলেছেন সেরেনা উইলিয়ামস। স্ট্রেট সেটে হেরে ইতালিয়ান ওপেনের শেষ আটে পৌঁছানোর আশা শেষ করেছিলেন মার্কিন কিংবদন্তি। এবার পারমা চ্যালেঞ্জারেও স্ট্রেট সেটে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ করলেন সেরেনা। অখ্যাত কাটেরিনা সিনিয়াকোভার কাছে মার্কিন তারকার এই হার মেনে নিতে পারছেন না টেনিস প্রেমীরা।বিশ্বের ৬৮ নম্বর টেনিস তারকা চেকের কাটেরিনা সিনিয়াকোভার বিরুদ্ধে পারম চ্যালেঞ্জার বা এমিলিয়া-রোমাগনা ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। ম্যাচের প্রথম সেটে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়।

টাইব্রেকারে ফয়সলা নির্ধারিত হয়। ৭-৬ (৭-৪) গেমে প্রথম সেট জেতেন কাটেরিনা সিনিয়াকোভা।দ্বিতীয় সেটে অভিজ্ঞ সেরেনাকে দাঁড়াতে দেননি অখ্যাত চেক তারকা। ৬-২ গেমে সেট হেরে যান মার্কিনি। তরুণ তুর্কির গতির কাছে নতি স্বীকার করেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা। এই হারের পর প্রতিপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সেরেনা। সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে ফ্রেঞ্চ ওপেন শুরুর আগে ছোটখাটো ভুল ঠিক করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অন্যদিকে সেরেনাকে হারিয়ে কাটেরিনা জানিয়েছেন যে ম্যাচ জিততে তাঁকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। তিনি কেবল উইলিয়ামসের ভুলগুলিকে সদ্ব্যবহার করেছেন বলে জানিয়েছেন চেক তারকা। ৩০ মে থেকে শুরু হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ওপেন। তার আগে ইতালিয়ান ওপেন ও পারমা চ্যালেঞ্জারকে প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে বেছেছিলেন দীর্ঘদিন পর টেনিস কোর্টে ফেরা সেরানা। দুই টুর্নামেন্টেই ধাক্কা খেয়ে মার্কিন তারকার রণনীতিতে কী পরিবর্তন আসে, সেদিকে তাকিয়ে থাকবে টেনিস বিশ্ব। নজরে থাকবে তাঁর ফ্রেঞ্চ ওপেনের পারফরম্যান্স।

টিকা নিয়েও বিপদে পড়েছেন ক্রিকেটার

নয়াদিল্লী, ১৯ মে ।।করোনার ভ্যাকসিন শরীরে নিয়েও বিপদে পড়েছেন ভারতীয় জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব। কুলদীপের টিকা নেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত করছে কানপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (ডিএম)। পৌর নিগমের কাছ থেকে চাওয়া হলো তদন্ত রিপোর্ট।গত শনিবার কুলদীপের টিকা নেওয়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, কোনো এক লনে বসে টিকা নিচ্ছেন ভারতীয় এ তারকা স্পিনার। এর পরই প্রশ্ন ওঠতে থাকে।যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে গিয়ে টিকা নিচ্ছেন, সেখা কীভাবে কানপুরে লনে বসে টিকা নিলেন একজন ক্রিকেটার।টিকা নেওয়ার পর সেই জায়গায় টিকা গ্রহীতাকে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়। তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পরেই তাকে ছাড়েন চিকিতকরা। তাই হাসপাতাল বা টিকা কেন্দ্রে ভ্যাকসিন নিতে হয়। কিন্তু কুলদীপ তা করেননি।এ ঘটনার পরেই বিষয়টি শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে যায়। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ডিএম। প্রশ্ন ওঠে কানপুর পৌর করপোরেশনের বিরুদ্ধে। বলা হয় পৌর নিগমের লনে কেন ভ্যাকসিন নিলেন কুলদীপ। কেন কুলদীপের জন্য ভ্যাকসিন প্রটোকল ভেঙে দেওয়া হলো। ডিএম মামলার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।কুলদীপের পৌর নিগমের গেস্ট হাউসে ভ্যাকসিন নেওয়ার কথা ছিল। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট হিমাংশু গুপ্ত ও ডা. অমিত কানৌজিয়ার কমিটি তদন্ত করছে।

PNIeT No. 87-91 /EE/DWS/BLG/2021-22 dated 13-05-2021

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 05/6/2021 for construction of 50 Nos. Semi permanent pump house & pipe line, domestic connection in/c allied works in Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er.M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA-C-655/2021-22

Short quotations in sealed envelope are hereby invited from the bonafide firms for printing & supply of different publicity materials & other articles (as per specification) of Tripura Livestock Development Agency, Astabal, Agartala. The said quotations may be submitted to the office of the Chief Executive Officer, Tripura Livestock Development Agency (TLDA), Astabal, Agartala on or before **24-05-2021 up to 4 PM.**

Th,-J details of terms & conditions of Notice Inviting Short Quotations (NISQ) are available in the office of the Chiei Executive Officer, Tripura Livestock Development Agency (TLDA), Astabal, Agartala.

(Dr. K. Sasikumar)
Chief Executive Officer
Tripura Livestock Development Agency
Astabal, Agartala

ICA-C-648/2021-22

PN1e-T No: - 05/EE/RIG/2021 -22
e-Tender in 2(two) bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	DNIe-T No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	31/CE/PWD(DWS)/2021-22	₹1,85,41,128.00	₹1,85,411.00	90(Ninety) days

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website **www.tripuratenders.gov.in** at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**

For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact:- 0381 232 0699

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/-
Executive Engineer
Rig Division, Agartala,
P.N. Complex, West Tripura

ICA-C-662/2021-22

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নবনির্বাচিত এডিসির এমডিসিদের সাথে বৈঠক করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.) : রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল এই বৈঠক হবে। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের তরফে উপস্থিত থাকতে পারেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং স্বাস্থ্য সচিবও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

প্রথমে ঠিক ছিল, বৃহস্পতিবার রাজ্যের ৯ জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলতে চান প্রধানমন্ত্রী। বাংলার পাশাপাশি অন্য ৯টি রাজ্যের জেলাশাসকের সঙ্গেও কথা বলার পরিকল্পনা ছিল মোদীর। কিন্তু বুধবার নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, আগামীকালের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের জন্য আরও টিকা এবং অক্সিজেন সরবরাহের দাবি করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে, সবটাই তুলে ধরা হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর সামনে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সমন্বয়ের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। চিঠি লিখেছেন রাজ্যের ভ্যাকসিন এবং অক্সিজেনের চাহিদা নিয়েও। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে মূলত এসব নিয়েই আলোচনা হবে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন ধরেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৫ দিনে ১৮ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেও এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেননি। শুধু তাই নয়, করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতা এবং রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও ভ্যাকসিন পাঠানোর দাবিতে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেসব চিঠিরও কোনও জবাব কেন্দ্রের তরফে আসেনি। সেটা নিয়েও একাধিকবার ক্ষোভ জানানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। অবশেষে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসছেন প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী।

ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের জেরে ৫২ হাজার মানুষ রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী শিবিরে

গাজা, ১৯ মে (হি.স.) : ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের জেরে গাজায় কার্যত ধ্বংসলীলা চলছে। তার জেরেই এবার রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলেন ৫২ হাজার মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে।

এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সম্প্রতি ইসরায়েলের একটি যুদ্ধ বিমান গাজায় একের পর এক বহুতল গুড়িয়ে দেয়। গাজার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি বহুতল গুড়িয়ে দেয় ইসরায়েলের ওই যুদ্ধ বিমান। রিপোর্টের দাবি অনুযায়ী, গাজার প্রায় ৪৪৮টি বহুতল গুড়িয়ে দেয় ইসরায়েলের ওই যুদ্ধ বিমান।

জানা যাচ্ছে, ইসরায়েলের ওই যুদ্ধ বিমানের বোমা বর্ষণের জেরে গাজায় ১৩২টি বহুতল সম্পূর্ণ ভেঙে গুড়িয়ে যায়। বাকি ৩১৬টি বহুতল আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানটি গাজায় ১৬১৫ বার বোমা বর্ষণ করে। গত ৯ দিনে এই ধ্বংসলীলা চালানো হয়। তার জেরে গাজার একাধিক বহুতল সহ বিভিন্ন অফিসও ভেঙে পড়ে।

পাশাপাশি গাজায় হামাসেরযে গোপন সুড়ঙ্গটি ছিল, সেখানেও হামলা চালায় ইসরায়েলের ক্ষেপনাস্ত্র। ৩৫ মিনিটে ১০০টি ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়ে হামাসের ওই গোপন সুড়ঙ্গটি কার্যত ধ্বংস করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে হামাসের তরফেও ইসরায়েলে একের পর এক হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে হামাসের তরফে ছোঁড়া হয় ১০০টি ক্ষেপনাস্ত্র। যার মধ্যে ৭০টি ছোঁড়া হলেও, তা ধ্বংস করে দেয় ইসরায়েলের সেনা বাহিনী।

ইসরায়েল, গাজার এই প্রাণঘাতী বিবাদে এখনও পর্যন্ত ২১৩ জন প্যালেস্টাইনির মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৬১ জন শিশু রয়েছে। ৩৬ জন মহিলাও রয়েছেন ওই মৃতের তালিকায়।

শহর সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে আগরতলায় পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারের বাউন্ডারী ওয়ালে চিত্র আঁকা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত গুজরাতকে ১ হাজার কোটি টাকা মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় তখতের দাপটে কার্যত লণ্ডভণ্ড ভারতের পশ্চিম উপকূল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে গুজরাতেও। বুধবার আকাশপথে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত গুজরাতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনা করে এদিন ত্রাণকার্যের জন্য এক হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন নরেন্দ্র মোদী।

আকাশপথে তিনি ঘুরে দেখেন গুজরাতের গির সোমনাথ, আমরেলি, ভাবনগর প্রভৃতি জেলা। এছাড়া ঝড়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন যাঁরা তাঁদের পরিবারের জন্যেও কেন্দ্রের তরফে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, গুজরাত সহ বিভিন্ন রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়া আহতরা পাবেন ৫০ হাজার টাকা করে। "দুর্যোগে বিপর্যস্ত সমস্ত রাজ্যের পাশে আছে কেন্দ্র সরকার। পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে'', বলেন প্রধানমন্ত্রী। গুজরাতে এক হাজার কোটি টাকার দেওয়ার পর দরকার মতো আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। অতি- শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় তাউটে দুদিন আগে আছড়ে পড়েছে আরব সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে। গুজরাত ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র। বাকি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতেও কেন্দ্রের তরফে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। গত বছর মে মাসেই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল ঘূর্ণিঝড় আমফান। ঝড়ের দাপটে তছনছ হয়ে গিয়েছিল গোটা দক্ষিণবঙ্গ।

জোরালো ভূমিকম্পে কাঁপল নেপাল তীব্রতা ৫.৮

কাঠমান্ডু, ১৯ মে (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। নেপালের সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৫.৪২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় কাঠমান্ডু থেকে ১১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নেপালের লামজুং জেলার ভুলভুলেতে। ভূমিকম্পে প্রাণহানি অথবা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

জাতীয় ভূমিকম্প মনিটারিং ও রিসার্চ সেন্টারের চিফ সিসমোলজিস্ট লোক বিজয় অধিকারী জানিয়েছেন, নেপালের সময় অনুযায়ী সকাল ৫.৪২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় লামজুং জেলার ভুলভুলেতে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সারা রাজ্যে করোনা নাইট কার্ফু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে আগরতলা পুর নিগম এবং আরবান লোক্যাল বডি এলাকা ছাড়া সারা রাজ্যে সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত করোনা নাইট কার্ফু জারি করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যসচিব এক আদেশে জানিয়েছেন আগামী ২৬ মে সকাল ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকেই এই আদেশ কার্যকর হয়েছে।

মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এই আদেশে করোনা নাইট কার্ফুতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই বিধিনিষেধগুলির মধ্যে রয়েছে নাইট কার্ফু চলাকালীন সময়ে জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া ব্যক্তিগত জমায়েত এবং যান চলাচল করতে পারবে না। এই সময় দোকান, অফিস, সিনেমাহল, জিমন্যাসিয়াম, ক্রীড়াক্ষেত্র, সুইমিংপুল, বিনোদনমূলক পার্ক, বার, অডিটোরিয়াম, মিলনায়তন বা এ ধরণের স্থান খোলা রাখা যাবেনা। সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, বিনোদন, শিক্ষা, সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় বা অন্যান্য জমায়েত করা যাবেনা।

যেসব ক্ষেত্রে করোনা নাইট কার্ফুতে ছাড় রয়েছে সেগুলো হলো-অত্যাবশ্যকীয় এবং জরুরী পরিষেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তি বা যানবাহন যেমন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, পুর নিগমের কাজ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ কর্মী, মিলিটারি/সি এ পি এফ, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, অগি নির্বাপন, পানীয়জল, জেল, সমাজকল্যাণ ও হোমগুলি, খাদ্য ও জনসংভরণ, বনরক্ষা, সংবাদ মাধ্যম এবং কোভিড-১৯ বিষয়ক পরিষেবার ক্ষেত্রে। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, পণ্য পরিবহণকারী খালি গাড়ি, পণ্য উঠানো নামানো এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে। জরুরী এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজে বাস, ছোট গাড়ি/অটো ও ব্যক্তিগত গাড়ি। টিকিট দেখিয়ে বাস, ট্রেন এবং বিমানে আসা যাত্রীদের ক্ষেত্রে। টেলিকমিউনিকেশন, ইন্টারনেট পরিষেবা, ক্যাবল পরিষেবা, আই টি প্রভ'তি পরিষেবার জন্য ব্যক্তি ও যানবাহনের ক্ষেত্রে। ই-কমার্সের মাধ্যমে ডেলিভারি পরিষেবা সব অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যেমন, খাদ্য, চিকিৎসা সর'াম, ফার্মাসিউটিক্যাল প্রভ'তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও যানবাহনের ক্ষেত্রে। পেট্রোল পাম্প, এল পি জি, সি এন জি, পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাসর খুচরা এবং মজততে যুক্ত ব্যক্তি এবং যানবাহন। শিল্প সংস্থা বা কোম্পানী সেগুলো বিভিন্ন শিফটে চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকে সেগুলোর কর্মীদের চলাচলে। ব্যাঙ্ক, এ টি এম, কাস্টম এবং ল্যাণ্ড পোর্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং যানবাহন। এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে পরিষেবা এবং কার্গো পরিষেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য রোগীর চলাচলের ক্ষেত্রে। বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সংবাদ মাধ্যমের কর্মী এবং তাদের ব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত সরকারি কর্মচারী। বিয়েবাড়ি বা নিজ বাড়িতে ৫০ জন অতিথি সহ রাত ১০টা পর্যন্ত অনুমতিপ্রাপ্ত অনুষ্ঠানের এবং অন্ত্যেষ্টিতে সর্বোচ্চ ২০ জন অংশ নেওয়ার ছাড় রয়েছে। মুখ্যসচিব আদেশে জানিয়েছেন, জেলাশাসকগণ সি আর পি সি ১৪৪ ধারায় পৃথকভাবে করোনা নাইট কার্ফু'র বিস্তারিত আদেশ জারি করবেন।

আন্তঃজেলা চলাচল নিয়ন্ত্রণে আদেশ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্য সরকার বর্তমান কোভিড মহামারি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কোভিড অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে আনতে আন্তঃজেলা চলাচল নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তাই বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৫-এর ক্ষমতাবলে ত্রিপুরা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব ২০-০৫-২০২১-এর সকাল ৫টা থেকে ২৬-০৫-২০২১-এর সকাল ৫টা পর্যন্ত এক জেলা থেকে অন্য জেলায় জনসাধারণের এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে বলে এক আদেশ জারি করেছেন। এই আদেশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে সমস্ত কার্যকলাপ থাকবে তা নিম্নরূপ-

আইন ও শৃঙ্খলা, পুর পরিষেবা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও জেলা প্রশাসন, পুলিশ, মিলিটারি/সি এ পি এফ, স্বাস্থ্য, বিদ্যৎ, অগি নির্বাপন, পানীয়জল, সংবাদ মাধ্যম, জেল, আদালত, সমাজকল্যাণ দপ্তরের পরিচালিত হোম, খাদ্য ও জনসংভরণ, বন ও কোভিড সংক্রান্ত সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ও যানবাহন চলাচল। হেড অব অফিস দ্বারা নির্ধারিত রোস্টার অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের চলাচল জারি থাকবে। পণ্য পরিবহণ, লোডিং/আনলোডিং ও খালি মালবাহী যান, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবহণ জারি থাকবে। বাস, হাল্কা যান/অটো ও ব্যক্তিগত যান চলাচল একমাত্র জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। টিকিট দেখিয়ে বাস, ট্রেন, প্লেনের যাত্রীরা তাঁদের গন্তব্যস্থলে যেতে পারবেন। টেলি যোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্পচার ও ক্যাবল পরিষেবা, আই টি ও আই টি নির্ভর পরিষেবা ইত্যাদির সাথে জড়িত ব্যক্তি ও যানবাহন চলবে। খাদ্য, গ্রোসারি সামগ্রী, সবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ ও মাংস, প্রাণী খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল, স্বাস্থ্য সর'াম ইত্যাদি এবং ই-কর্মাস এর ডেলিভারি পরিষেবা চালু থাকবে। পেট্রোল পাম্প, এল পি জি, সি এন জি, পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস-এর খুচরো বিক্রি ইতাদির সাথে জড়িত ব্যক্তি ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে। যেসব শিল্পে রাতদিন কাজ চলে এবং একাধিক শিফটে কাজ হয়, বিদ্যৎ উৎপাদন, গ্যাস উৎপাদন, কোল্ড স্টোরেজ ও ওয়্যারহাউস এসব ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীরা সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিচয় পত্র দেখিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। ব্যাঙ্ক ও এটিএম, আর বি আই, বীমা, আই এম ডি, এল আই সি, কাস্টম ও স্থলবন্দর এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও যানবাহন চলবে। রেলওয়ে/বিমানবন্দর ও কার্গো সার্ভিসের কর্মীরা যাতায়াত করতে পারবেন। ডাক ও কুরিয়্যার সর্ভিসের কর্মীগণ। বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী পরিষেবা প্রদানকারীরা। বীজ, সার, কীটনাশক, ক'ষি সর'াম পরিবহণ ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যকলাপ চলবে। এফ সি আই, এফ সি এস এবং সি এ দপ্তরের আওতাধীন মাল পরিবহণ চলবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের জন্য রোগীদের চলাচল জারি থাকবে। সরকারি ও বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন। জেলা প্রশাসন দ্বারা অনুমোদিত বাকি কার্যকলাপও চলবে। এই আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৫ এবং আই পি সি-র ১৮৮ ধারায় আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আগামীমাসের মাঝামাঝিতে ৫কোটি ৮৬ লাখ ভ্যাকসিন পাবে রাজ্যগুলি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : আগামী ১৫ জুনের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিনামূল্যে ৫,৮৬,২৯,০০০ ভ্যাকসিন ডোজ পেয়ে যাবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলি সরাসরি ভ্যাকসিন উতাদক কোম্পানি থেকে জুনের শেষপর্যন্ত ৪,৮৭,৫৫,০০০ ডোজ কিনে নিতে পারবে। দেশজুড়ে করোনা ভ্যাকসিনের আকালের মধ্যেই দেশের একাধিক রাজ্য দেশের ভ্যাকসিন উতাদক কোম্পানিগুলিকে টিকার অর্ডার দিয়েছে। বুধবার কেন্দ্রের তরফে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে।

দেশে ভ্যাকসিনের আকাল শুরু হওয়ার পরই টিকাকরণ নীতিতে বদল আনতে শুরু করে কেন্দ্র। হু অনুমোদিত ভ্যাকসিন ভারতের বাজারে আনার অনুমতি দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি, একপ্রকার বাধ্য হয়েই রুশ ভ্যাকসিন স্পুটনিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৪৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষজনকে এখনও পর্যন্ত ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার মধ্যেই ১৮-৪৪ বছর বয়সীদের ভ্যাকিসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয় কেন্দ্র। ফলে দেশজুড়ে ভাকসিনের বিপুল অভাব তৈরি হয়। বাধ্য হয়েই সেই ভ্যাকসিন কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে এসেছে একাধিক রাজ্য। এখন ধাপে ধাপে রাজ্যগুলির হাতে আসছে করোনা ভ্যাকসিন। আপাতত একটি ডোজ যারা নিয়ে নিয়েছেন তাদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চেয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বরখাস্ত করে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন আইনজীবী ঘনশ্যাম উপাধ্যায়। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির আবদার জানানোর পাশাপাশি ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্টের ওই আইনজীবীর দাবি, "বাংলায় আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। যেভাবে শাসকদলের কর্মী এবং শাসক দল আশ্রিত গুন্ডারা বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর আক্রমণ করছেন, সেটা শুধু অমানবিক এবং বেআইনিই নয়, এটা তালিবানি শাসনের প্রতীক।"

আবেদনে বলা হয়েছে, "কেন্দ্রকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আদালত যেন একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে ওই কমিটিকেই বাংলার ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি খতিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক।"

ঘনশ্যাম উপাধ্যায় দাবি করেছেন, ২ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বাংলায় ১৬ জন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এই মামলায় অংশীদার হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাম দাখিল করেছেন মামলাকারী ঘনশ্যাম উপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর রাজ্যের ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতারা। তবে, তাঁদের থেকেও বেশি সুর চড়িয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে তথাকথিত হিংসা কবলিত এলাকাগুলি খতিয়ে দেখতেও গিয়েছিলেন তিনি। এমনকী নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে খানিকটা রাজ্যপালকে বলতে শোনা যায়, ভারতের সংবিধান অনেক শক্তিশালী। দয়া করে সংবিধান মতো পদক্ষেপ করতে বাধ্য করবেন না। এই ব্যাপারে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে ঘাড় ধাক্কা হজম হচ্ছে না গেরুয়া শিবিরের। তাই বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার নয়া ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।